গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)-এর মুখপত্র

অধিকার

এপ্রিল - মে, ২০২৬ বিনিময় : ১৫ টাকা

এই সংখ্যায় রয়েছে—

- প্রেস বিবৃতি / পৃ. ২
- নির্বাচন ২০২৬ ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীর ভাবনা ও কিছু কথা/ পৃ. ৩
- হক হকারির উচ্ছেদ, যা দেখলাম / পৃ. ৫
- সুপ্রিম কোর্টে এন আই এ'র বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংকট/ পৃ. ৮
- প্রতিবেদন / পৃ. ৯-১২ এবং ২৯
- মানুষকে রাষ্ট্রহীন করার বর্বর প্রক্রিয়া পুশব্যাক / পৃ. ১২
- সিজিমালি: এই ধরিত্রী বিক্রি জন্য নয় / পৃ. ১৪
- তথ্যানুসন্ধান / পৃ. ১৬-২৩
- রিপোর্ট/ পৃ. ২৪-২৯

সম্পাদনা : পত্রিকা উপ-সমিতি।
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি,
১৮ নং মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ এর পক্ষে
সাধারণ সম্পাদক : আলতাফ আহমেদ
(9874878100) কর্তৃক প্রকাশিত ও
ইনস্ অ্যান্ড আউটস্, বালি, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।
E-mail : apdr.wb@gmail.com
Website : www.apdrwb.in

অধিকার-এর জন্যে লেখা, মতামত পাঠান
apdr.adhikar@gmail.com

সম্পাদকীয়

২০২৬-এর মে মাসে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের ওপর একের-পর-এক আক্রমণ হিংস্রভাবে ঝাপিয়ে পড়ছে, যা' এ-রাজ্যের মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা, গণতান্ত্রিক বোধ এবং এতদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্যে ধাক্কা দিচ্ছে।

এস আই আর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে বিধান সভা নির্বাচন ' নির্বিঘ্নে' সম্পন্ন হল।

৪ মে, ২০২৬, 'ফলাফল' ঘোষণার পর থেকে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নাম করে প্রথমে মুসলিম অধ্যুষিত তিলজলা ও নিউ মার্কেট এলাকা বুলডোজার নামানো দিয়ে শুরু হয়। এর পর-পরই রাজ্যের অন্যত্রও বুলডোজার নামিয়ে হকার উচ্ছেদের ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে ওঠে। রেল ষ্টেশনগুলো হকার মুক্ত করতে অভিযান চালিয়ে নির্বিচারে ছোট ছোট দোকান ভাঙচুর চলছে। দমদম বারুইপুর ষ্টেশন সহ রাজ্যের বহু ষ্টেশন চত্বর ফাঁকা করা হয়েছে। বসছে কর্পোরেট সংস্থার বড় বড় ষ্টল। যাদবপুর ষ্টেশনে উচ্ছেদ আটকে দেয় বহু মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ, কিন্তু সেখানে রবিবার রাতে আবারও উচ্ছেদ করতে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে জড়ো করে ব্যাপক লাঠি চালিয়ে বহু মানুষকে আহত করে উচ্ছেদ সম্পন্ন করেছে। হাজার হাজার উচ্ছেদ হওয়া মানুষ ও হকারদের জীবন জীবিকার দায় ঝেড়ে ফেলছে রাষ্ট্র। এটাই বুলডোজার সংস্কৃতির মোদ্দা কথা।

আর এক-দিকে পূর্বতন সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ প্রকাশ্যে কোমরে দড়ি বেঁধে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জি পরিয়ে এলাকায় এলাকায় ঘোরাচ্ছে। তাঁদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছে। সম্মান হানি করছে। পাড়ায় পাড়ায় জনরোষের নামে গড়ে তোলা হচ্ছে পরিকল্পিত এক গণপিটুনির সংস্কৃতি। আইন-সংবিধান,বিচার, এই সরকার এবং তাদের সমর্থকদের কাছে খোলামকুচির মত।

একই সঙ্গে রাজ্যের বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে শুধুমাত্র

সন্দেহের বশে মানুষকে তুলে নিয়ে গিয়ে সীমান্তের ওপারে ফেলে আসছে। বাংলাদেশও তাদের নিজেদের নাগরিক বলে মানছে না। ফলে দুই দেশের মাঝে নো ম্যানস্ ল্যান্ডে রোদ-বৃষ্টি-সাপ-জন্তু জানোয়ারের মাঝে পড়ে থাকছে মানুষগুলি। তাদের মধ্যে আছেন নারী, শিশুও। এমন-কী গর্ভবতী মহিলাও। মানবতার এই চরম অপমান সহ্য করতে হচ্ছে দুই দেশের সাধারণ মানুষকে। প্রতিবেশী দুই দেশের সরকারই মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর অপরাধ করে চলেছে।

এরই-মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও বিএসএফ ক্যাম্প করার জন্য কৃষকদের জমি জবরদস্তি কেড়ে নেওয়ার এক ভয়ংকর পরিকল্পনা নিয়ে নেমে পড়েছে ভারত সরকার।

আশার কথা, মানুষ প্রতিরোধ করছে। কোনও আক্রমণই বিনা প্রতিবাদ, বিনা প্রতিরোধে যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে পরাজিত হচ্ছে এটাও সত্যি। কিন্তু দেশজুড়ে যে ছবি আমরা দেখছি, যে ভাবে শ্রমিক-যুব-ছাত্র-সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামছে, প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে, তা'তে এটা পরিস্কার আগামী দিনে প্রবল প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে উঠবেই। পুঁজি, রাষ্ট্র, সরকার- এখনি পিছু হটবে না। তাই উত্তাল এক সময় আমাদের সামনে। সময়ের দাবি মেনে আক্রান্ত মানুষের পাশে আছে মানবাধিকার কর্মীরাও। থাকবে শেষ পর্যন্ত।

প্রেস বিবৃতি

গত প্রায় এক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্বতন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের নেতা -কর্মীদের দুর্নীতি ও অসামাজিক কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বহু জায়গাতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এক ধরণের 'জনরোষ' দেখা যাচ্ছে। একটু অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাচ্ছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই 'জনরোষ' বর্তমান শাসকদলের দ্বারা সংগঠিত। ঘটনার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা স্তর পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনকে নিস্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। এটা ঠিকই যে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের চরম দুর্নীতি, অপশাসন, স্বজনপোষণ ও লুম্পেন রাজনীতির ফলে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের একধরণের ঘৃণা তৈরি হয়েছে। বর্তমান শাসকদল তাকেই ব্যবহার করে রাজ্য জুড়ে ভয়ংকর এক গণপিটুনির সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে- যা আইন এবং সংবিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং খুবই উদ্বেগজনক।

একই সঙ্গে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি রাজ্যের পুলিশ পূর্বতন শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত কিছু দুস্কৃতি তথা নেতাকে পুলিশ হেফাজতে বা আদালতে পেশ করার সময় কোমরে দড়ি বেঁধে বা হাতকড়া পরিয়ে হাজির করছে। অনেককে কোমরে দড়ি বেঁধে অন্তর্বাস পরিয়ে খালি পায়ে এমনকি মাথা অর্ধেক কামিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়েছে। দিনের বেলায় সর্বসমক্ষে তারা এই কাজ করেছে। বহু ক্ষেত্রেই রাস্তায় জনতা তাঁদের ঘিরে উল্লাস করেছে, টিটিকারি দিয়েছে। এমনকি ঢিলও ছুঁড়েছে। একের পর এক এই ঘটনা থেকে পরিস্কার প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহলের নির্দেশেই পুলিশ এই কাজ করেছে।

আমাদের আশঙ্কা এই পুলিশই আগামী দিনে ভুয়ো সংর্ঘষে হত্যা করবে। এদের সে ভাবেই প্রস্তুত করা হচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য ওসব অভিযুক্তরা এক এক জন বড় দুস্কৃতি এবং তোলাবাজ। অথচ পুলিশ ভালোই জানে যে পুলিশ এই কাজ করতে পারে না। এটা বেআইনি এবং মানবাধিকার লংঘণ। ১৯৮০ সালে Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration এবং ১৯৯৫ সালে Citizens for Democracy v. State of Assam মামলায় সুপ্রিম কোর্ট, অভিযুক্ত বন্দিকে হাতকড়া দিয়ে অথবা কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে হাজির করাকে অমানবিক এবং অসভ্য বলে মন্তব্য করেছে এবং পদ্ধতিটিকে পরিহারযোগ্য বলে রায় দিয়েছে।

তা' সত্বেও, আমাদের আশংকা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইশারায় পুলিশ জেনে বুঝেই জনরোষের কথা বলে কোমরে দড়ি বেঁধে বা হাতকড়া পরিয়ে জনসমক্ষে ঘোরানোর এক জঘন্য পদ্ধতির প্রতি এক ধরণের সামাজিক সম্মতি আদায় করছে। একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের অভিযুক্ত কর্মী বা নেতাদের বিরুদ্ধে প্রায় গণ-বিচার বা গণপিটুনির মত অনভিপ্রেত পরিবেশ তৈরি করছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর), এই আপত্তিজনক অমানবিক পদ্ধতি অবিলম্বে বন্ধ করার এবং অভিযুক্তের আদালতে বিচার এবং শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। শুধুমাত্র লঘু জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে আইন রক্ষকের এই অসাংবিধানিক অবস্থানের আমরা তীব্র নিন্দা করছি। কাউকে শাস্তি দিতে পারে একমাত্র আদালত। পুলিশ কাউকে শাস্তি দিতে পারে না। যতবড় অপরাধীই হোক-না-কেন পুলিশ কাউকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘুরিয়ে তার সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করতে পারে না। মনে রাখতে হবে ভারতের বিচার ব্যবস্থার দর্শন হল, কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত-না আদালতে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নির্দোষ। বন্দির জীবন ও মর্যাদা রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ধন্যবাদ সহ –
আলতাফ আহমেদ
৬ জুন, ২০২৬ সাধারণ সম্পাদক, এ পি ডি আর

নির্বাচন ২০২৬, ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীর ভাবনা ও কিছু কথা

শ্রীমন্ত রাউত

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬ এর ফল ঘোষণা হয়েছে। ফলাফল অনুযায়ী ৪৫.৯২ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ২০৮ টি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। তৃণমূল দল, সরকারের ক্ষমতা হারিয়ে ৪০.৬৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ৮০ টি কেন্দ্রে জয়ী হয়ে বিরোধী আসনে বসেছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস ২ টি, বাম-আই এস এফ জোট ২ টি, নতুন গঠিত হুমায়ুন কবীরের দল এ জে ইউ পি দু' জায়গায় জয়ী হলেও ফলাফল অনুযায়ী দেখা গেছে মূল লড়াইটা হয়েছে তৃণমূল বনাম বিজেপি এর মধ্যে।

ঝাড়গ্রাম জেলার ক্ষেত্রেও সি পি আই এম-এর বাম জোট, কংগ্রেস, এস ইউ সি আই, বি এস পি ও অন্যান্য নির্দল প্রার্থী থাকলেও কেউ-ই ধর্তব্যের মধ্যে আসেনি। লড়াই হয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি'র। জেলার মোট ভোটারের ৯২.৯৩ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। জেলার ৪ টি কেন্দ্রেই তৃণমূল হেরেছে; বিজেপি বড় ব্যবধানে জয়ী হয়েছে।

বিজেপি'র প্রাপ্ত ভোট, তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট এবং ব্যবধান

ঝাড়গ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্র-- বিজেপি ১২০৮৭৭ (৫৪.৭১%), তৃণমূল ৮২৭৩০ (৩৭.৪৭%), ব্যবধান ৩৮১৪৭ ভোটের।

বিনপুর বিধান সভা ক্ষেত্র-- বিজেপি ১০৭২৩৮ (৫১.৫৪%), তৃণমূল ৮৪২৬১ (৪০.৪৯%), ব্যবধান ২২৯৭৭ ভোটের।

গোপীবল্লভপুর বিধান সভা ক্ষেত্র– বিজেপি ১১৪৬৮৩, তৃণমূল ৮৮০০৮, ব্যবধান ২৬৬৭৫ ভোটের।

নয়া গ্রাম (এস টি) বিধানসভা ক্ষেত্র– বিজেপি ১০০৮৫৭, তৃণমূল ৯৪৪২৪, ব্যবধান ৬৪৩৩ ভোটের।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে তুলে নিয়ে প্রাক্তন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে তৃণমূল দাঁড় করিয়েছিল এবং তাঁর বাবা ঝাড়খণ্ড পার্টি (নরেন)'র জননেতা প্রয়াত নরেন হাঁসদা মহাশয়ের একদা গড় হিসেবে পরিচিত স্থানে পরাজিত হয়েছেন। আবার, গোপী বল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি-তে সদ্য যোগদান করা কুড়মী সামাজিক সংগঠনের নেতা রাজেশ মাহাতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম জেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এখানে ১৮% কুড়মী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। এলাকা বিশেষে ১২% থেকে ৪২% কুড়মী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। ঝাড়গ্রাম ও বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে কুড়মী সম্প্রদায়ের ভোট নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, লোধা, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায় ২৯.৩৭% বাস করেন।

জেলার ভোটের ফলাফলে সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বাম দলের প্রার্থীরা তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা একেবারে তলানিতে। ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা যথাক্রমে ৬৬০৪, ৫৬১৯, ৫৩৩৮ এবং ৩১৪৯ !

এই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিজেপি'র উত্থান ও টি এম সি'র পরাজয়ের কারণগুলি যা' উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ -

১) একদিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা বেড়েই চলেছে। বিগত ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের সামনে স্থায়ী সমাধানের কোনও দিশা দেখাতে পারে নাই। অন্যদিকে, ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তৃণমূল দলের একেবারে বুথ লেভেল থেকে শুরু করে উচ্চস্তর পর্যন্ত অধিকাংশ নেতাকর্মী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এলাকায় বেআইনি ভাবে নদীর বালি পাচার, জঙ্গলের কাঠের বেআইনি কারবার, সিন্ডিকেট রাজ কায়েম করে লাখপতি, কোটিপতি হয়েছে যা সাধারণ নাগরিকদের বীতশ্রদ্ধ করে তোলে।

ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা না করলে, ঘুষ না-দিলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া, চাকরি পাওয়া, পছন্দ মত জায়গায় পোস্টিং, ট্রান্সফার পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই সুযোগে ইউনিয়ন নেতাদের এক একজনের আচার আচরণ রাজা-বাদশাহের মত হয়েছে। সঙ্গে বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, সম্পদে তাঁরা এক-একজন আমির, ওমরাহ !

২) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে শিক্ষা মন্ত্রী সহ আমলা নেতাদের জড়িত থাকা, ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল, যোগ্য প্রার্থীদের দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার লড়াইয়ের বিরুদ্ধে সরকারের অবহেলা-ঔদাসীন্য, শিক্ষক আন্দোলনের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মত অত্যাচার শিক্ষিত জনগণকে তৃণমূলের প্রতি ক্ষুব্ধ করে তোলে।

চাকরি হারা স্কুল শিক্ষক সুবল সোরেনের অবসাদে সংসার কীসে চলবের চিন্তায় হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে অকাল প্রয়াত হওয়া

আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকদের তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচারে অংশ নিতে উৎসাহিত করেছে।

৩) দীর্ঘদিন ধরে সরকারি দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ, অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগে তৃণমূলের আত্মীয় স্বজনদের নিয়োগ, অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ, শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা সরকারে তৃণমূলকে আর দেখতে চাইছিল না।

৪) বিগত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে নিজের রাজত্ব হিসেবে মনে করা, জনপ্রতিনিধিদের, আমলা, সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্কে নামিয়ে আনা বহু সচেতন নাগরিককে ক্ষুব্ধ করেছে।

৫) আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়াকে যৌন নির্যাতনসহ হত্যা, অপরাধীদের আড়াল করার চক্রান্ত, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য তথা দেশ-বিদেশে যে বিক্ষোভ আন্দোলন ঘটেছে, ঝাড়গ্রাম জেলার বহু মহিলা সহ সংবেদনশীল নাগরিকদের সরকারের প্রতি বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সামগ্রিক ভাবে মেয়েদের সম্মান ও অধিকারকে খাটো করে দেখার সরকারি নীতি মানুষের ভোট সরকারের বিরুদ্ধে গেছে।

৬) ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতি উপদ্রব একটি জ্বলন্ত সমস্যা। হাতির আক্রমণে মানুষের জীবন-জীবিকা, ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি বন্ধ করতে সরকারের কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ফলে ভুক্তভোগী মানুষ সরকারের এই অকর্মণ্যতা মেনে নিতে পারেনি।

৭) এখন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরের যুবক যুবতীদের হাতে-হাতে স্মার্টফোন। আদিবাসী, কুড়মীসহ সব জাতির যুবক যুবতীদের মাধ্যমে স্যোশাল মিডিয়ায় সরকার পরিবর্তনের একটি আবহাওয়া জনগণের মধ্যে সফলভাবে সঞ্চারিত করতে পেরেছে।

৮) জেলার কুড়মী সম্প্রদায়ের মানুষের ভোট একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন ধরে কুড়মী সমাজ এস টি করার দাবি সহ বিভিন্ন সামাজিক দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। বিগত তৃণমূল সরকার ওই দাবি পূরণে সদর্থক ভূমিকা না-রেখে বিশেষ করে সি আর আই (কালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট) রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে রাজ্যের পাঠানোর ক্ষেত্রে গড়িমসি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় ক্ষুব্ধ কুড়মী'রা তৃণমূলকে ভোট দেয় নাক্ষ্ম বক্তব্য কুড়মী সমাজকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে।

৯) ঐতিহাসিক ভাবে সমাজে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি একটি সুসংগঠিত বৃত্তান্তের ধারণা রয়েছে। বিজেপির মুসলিম বিরোধী প্রচার, তৃণমূলের মুসলিম তোষণ (যদিও বাস্তবে তৃণমূলের মুসলিম মৌলবাদী ও হিন্দু মৌলবাদী শক্তিকে খুশি করতে নরম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে) বিজেপি'র মেরুকরণের রাজনীতি সফলতা লাভ করেছে।

১০) কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল সরকারের শাসন রাজ্যবাসী দেখেছে। সমাজের একটা অংশের মনে হয়েছে, ক্ষ্মএবার বিজেপি কে রাজ্যের ক্ষমতায় এনে পরখ করা দরকার, পছন্দ না-হলে এই বিজেপিকেও সরানো যাবে।ত

১১) রাজ্যে কাজ নেই, সরকারি দপ্তরে নিয়োগ বন্ধ, বেসরকারি দপ্তরেও তথৈবচ! গ্রাম থেকে শহরের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। ফলতঃ গ্রামের যুবকের দল পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। বহু মানুষ স্ত্রী -সন্তান-মা বাবা ছেড়ে মাসের পর মাস দূর-দূরান্তে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। নিজেরা খুব কষ্ট করে থেকে যৎসামান্য নিজেদের জন্য খরচ করে পরিবারের জন্য টাকা পাঠাতে পারতো। বর্তমানে নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্যের কারণে পয়সা সাশ্রয় করে আগের মতো পাঠাতে পারছে না। ফলে স্থানীয়স্তরে সরকার কাজের সুযোগ করে না-দেওয়ায় সরকার বিরোধী জনমত তৈরি হয়েছে।

১২) মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১৫০০ টাকা অনুদান ও বিনে পয়সায় রেশনের চাল ও আটা গরীব পরিবারের বেঁচে থাকার অন্যতম রসদ। কিন্তু বিজেপির অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের (আরও বেশি) ৩০০০ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি একটা অংশের মহিলাকে বিজেপিকে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছে।

১৩) সরকারি কাজে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল দলের কয়েকটি মাত্র সংস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ায় ও কাটমানির রম-রমার জন্য ছোট-ছোট ঠিকাদারদের তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবং বিজেপির অনুকূলে আনতে পেরেছে।

১৪) সিপিএম সহ বাম দলগুলোর রাজনৈতিক শক্তি একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। বিগত সরকারের দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা জনগণের হাজারো সমস্যা নিয়ে লড়াই আন্দোলন থেকে সরে আসার কারণে জনবিচ্ছিন্নতা, ২০১১ সালে তৃণমূলের কাছে পরাজয়ের যন্ত্রণা উপশমের জন্য একটা বড়ো অংশ বাম ভোটার তৃণমূলকে পরাস্ত করতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

১৫) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের দুর্দশা, শ্রমিক শোষণ, কলকারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা, একচেটিয়া পুঁজির বাড়-বাড়ন্ত, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, প্রকৃতি ধ্বংস নানাবিধ জ্বলন্ত

সমস্যা জনগণের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে দিলেও সারা দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের রাজনীতির অনুপস্থিতি; রাস্তার লড়াইয়ের প্রতি জনগণের সামনে কোনও দিশা না থাকায় জনগণও কেবল সরকারে ক্ষমতা দখলের ভোটের রাজনীতির বাইরে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। তাই এবারে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একমাত্র বিজেপি'র জয়ী হবার মত ক্ষমতা আছে মনে করে অধিকাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন।

আর একটা কথা বলা দরকার, এই জেলায় এস আই আর'এর মাধ্যমে ১২৫০ জন বৈধ নাগরিককে আন্ডার এডজুডিকেশনের তালিকায় রেখে ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে। জেলার ভোটের ফলাফলে SIR এর প্রভাব নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে একটিউ বিষয় মাথায় রাখতে হবে, এস আই আর-এর মাধ্যমে একটি বড় অংশের গরিব, মহিলা, সংখ্যালঘু ভোটার বাতিল করার লক্ষ্য থাকলেও জঙ্গলমহল এলাকায় প্রাচীন মূল নিবাসীদের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন পৃথকভাবে নজর দিতে বাধ্য হয়েছে। মূল নিবাসীদের বাতিল করলে সমাজে বাঙলাদেশী, রোহিঙ্গা-ঘুষপেটিয়া তত্ত্ব প্রশ্নের মুখে যাতে না-পড়ে তাই মূল নিবাসীদের শংসাপত্র প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

হক হকারির উচ্ছেদ, যা দেখলাম

সৌরভ রায়

প্রথমেই কিছু টুকরো কথা স্মরণ করে নিই

''আমরা রেলের জমিতে বসে নেই; রেল আমাদের জমিতে বসে আছে'' (কুড়মিদের 'রেল টেকা, ডাগার ছেকা' আন্দোলনের সময়ে টাইগার জয়রাম মাহাতো এই কথা বলেন)।

রেলের ইতিহাসের সঙ্গে উচ্ছেদের ইতিহাস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। শুধু মানুষেরই উচ্ছেদ নয়। বনভূমি, জীব বৈচিত্র্য এই সমস্ত কিছুর উচ্ছেদের বিনিময়ে আমরা গতি পেয়েছি, আমাদের সভ্যতার চাকা এগিয়েছে! এমন ভয়ঙ্কর বনভূমির ধ্বংস হয় যে, তা' পুনরুদ্ধার করতে বৃটিশরা একটি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়ে ফেলে; 'টঙ্গিয়া' যাদের নাম। এই টঙ্গিয়া'রা ন্যাশনাল পার্কের মত বিরাট বিরাট বনভূমি গড়ে তুললো, অথচ, জমির অধিকার থেকে শুরু করে নানাবিধ সাংবিধানিক অধিকার থেকে তারা আজও বঞ্চিত। এই ইতিহাসের গভীরে আর বেশি যাব না।

'হরিদাসের বুলবুল ভাজা টাটকা তাজা খেতে মজা
এ ভাজা খেলে পরে রোচবে না আর খাজা-গজা।
মহারানী ভিক্টোরিয়া এ ভাজা খায় রোজ কিনিয়া
ভাজা খেয়ে বোঝে না সে কেবা রাণী কেবা প্রজা।'

রেলপথ হল, উচ্ছেদ হল, বহু মানুষ পেটের তাগিদে রেল

ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে হকারি করতে নামলেন। এই হকারদের হাঁকডাক, বাচনভঙ্গি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু গান, কবিতা, সাহিত্য তৈরি হল। সম্প্রতি একজন বাদমওয়ালার গান নিয়েও ভীষণ হইচই হল। কিন্তু এসব আর হবে না; বুঝলেন। 'ছোটলোকের' সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব আর কিছুই রাখা হবে না; কারণ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া বুলবুল ভাজা খেয়ে রাণী আর প্রজার তফাৎ ভুললেও, এদেশের প্রধানমন্ত্রী (এককালে রেল ষ্টেশনে চা বেচতেন) ঝালমুড়ি খেয়েও মনুবাদের শপথ ও কর্পোরেটদের খাওয়া-পড়া কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাই মনুবাদ থাকলে ছোটলোক থাকবে পায়ের তলায় আর কর্পোরেট থাকলে গরিব থাকবে জোঁকের খাঁচায়।

কাছাকাছি যাওয়া

লেখাটি শুরু করি, নতজানু হয়ে। হাঁটু মুড়ে বসে। বেলঘরিয়া ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উপর বস্তা পেতে নানান রঙের পাপড় বিক্রি করা অন্ধ হকারটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলাম, কী বলে বা কী-ভাবে কথা বলা শুরু করব! কারণ, অন্ধ মানুষদের সঙ্গে কথোপকথন বা ভাব বিনিময় করার অভ্যেস আমার নেই। আগে তার হাতের উপর হাত রেখে স্পর্শ করি, ছুঁয়ে থাকি। তারপর কথা বলা, কথা শোনার পর্বটি চলেছিল হাতের পরে-হাত ছুঁয়ে রেখে।

দর্শন শাস্ত্রে অনার্স করে; ছাত্র পড়িয়ে সংসার চালিয়েছেন ১৮ বছর। কয়েকবছর আগে গ্লুকোমা'র জন্য পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তারপর থেকেই এই হকারির জীবন। পাঁপড় আর বড়ি বিক্রি করেন। ওনার ছেলের বয়স ১৩। ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি পড়ে অভাবের কারণে স্কুল ছুট হয়ছে তার এক মাত্র ছেলে। ছেলের চোখেও সমস্যা ধরা পড়েছে। বাবার সঙ্গেই ষ্টেশনে বসে, সঙ্গে থাকেন ওর রুগ্ন মা।

'বাধ্য হয়ে ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছি', এ- কথা বলা

হকার-পিতা, আবার 'আমার তো ছেলে নেই, মেয়ে; তার-তো আমিই সম্বল! আমি শেষ হলে সব শেষ', এমনতর কথা বলেছেন বেশ কয়েকজন অসহায় পিতা।

মে মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখ নাগাদ বেলঘরিয়া ষ্টেশনের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ও ৪নং প্ল্যাটফর্মের রাস্তার পাশে সকল দোকান ও গ্যারেজে ২১ মে উচ্ছেদ করবার নোটিশ পড়ে। আমরা বেলঘরিয়ার বেশ কয়েকজন গণ আন্দোলনের কর্মী বন্ধুরা মিলে ৫৯ টি দোকানদারদের কাছে গিয়ে সমীক্ষা করি। এই সমিক্ষা থেকে উঠে আসা টুকরো-টুকরো কথা, তথ্য, অভিজ্ঞতা ও মনে হওয়া, এই লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। অভাব, অনটন, মর্মান্তিক আক্রমণ, চোখের জল এইরকম বাস্তবিক কথায় এই লেখাটি ভরিয়ে তোলা যেত। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেছি হকারদের শুধুমাত্র আজকের জীবন্ত-বলি হিসেবে না-দেখে তাদের যাপিত জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করতে।

ঋণী করেছে ব্যবস্থা

এক প্রকার সামাজিক সম্পর্কের দায়িত্ব, শ্রেণীর ঋণ শোধ করার তাগিদেই আমরা হকারদের কাছে পৌঁছেছিলাম। পৌঁছে দেখি, সন্তানের পড়াশোনা, নিজেদের চিকিৎসা ও ভোগ্যপণ্য বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় চোখ ফিরিয়ে না-থাকতে পারার বাধ্যতায় কম বেশি প্রায় সকলেই ঋণে জর্জরিত। একজন চা বিক্রেতা হকার স্পষ্টভাবে বললেন স্ত্রী'র বাইপাস অপারেশনের পর থেকে যে লোন নেওয়া শুরু হয়েছে, তা' আজ একটার পর একটা নিয়েই চলেছি। একটা লোন মেটাতে আর-একটা লোন নিতে হয়। বয়স্ক মা-কে সঙ্গে নিয়ে ডিম-পাউরুটি বিক্রেতা তার মেয়েকে আনিমেশন পড়াচ্ছেন ব্রেন ওয়ার ইউনিভারসিটিতে। যার খরচ ৪ বছরে ৬ থেকে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার মত। বুঝতেই পারছেন লোন নিতেই হবে। কথা বলে জানতে পারলাম টাটা ক্যাপিটাল, আই ডি এফ সি প্রভৃতির মতো নামী অনামী প্রাইভেট সংস্থাগুলো থেকেই মূলত চড়া সুদে এই লোনগুলি পাওয়া যায়। এরপর স্থানীয় সুদ কারবারিরা-তো আছেই। টাকা পাওয়া-তো হল, মাসিক কিস্তি দিতে না-পারলেই চলে সামাজিক-মানসিক হেনস্তা। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে এই সমস্ত প্রাইভেট সংস্থাগুলি বাউন্সার বা পাতি বাংলায় বললে গুন্ডা বাহিনী পোষে কিস্তি আদায়ের জন্য।

২০২৫ সালে খোদ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর বলেন— ''ক্ষুদ্রঋণ (মাইক্রোফিন্যান্স) সেক্টর এখন অতিরিক্ত ঋণভার, উচ্চসুদের হার এবং ঋণ আদায়ে জবরদস্তিমূলক ও চাপ প্রয়োগকারী পদ্ধতির মত সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছে।" তাহলে দিন শেষে মানুষগুলির জুটলো কী? আর্থিক অনিশ্চয়তা কাটাতে গিয়ে মিলল সামাজিক ও মানসিক হেনস্তার ঝুঁকি। আর এই অবস্থাতেও হকারকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক্রেতার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতে হবে, বেফাঁস মেজাজ দেখালেই সেই ক্রেতা হয়ে যেতে পারেন হকার উচ্ছেদের পক্ষে ট্রেনে-বাসে-সোশ্যাল মিডিয়ায় গলা ফাটানো মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ক্রেতার জীবনেও রয়েছে অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি, হতাশা!

যৌথতার ভাঁটা

৮১ বছর বয়সী ফল বিক্রেতা, ৬১ বছরের হকারির জীবন। সংসারের ছোটো ভাই বোনের দায়িত্ব নিতে নেমে পড়েছিলেন হকারি করতে। যে সময়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাই, তখন ভর

দুপুর, ষ্টেশনে খালি ঝুড়ি নিয়ে বসেছিলেন। মার্কেটে চড়া দাম, ফল আনেননি, ওই দামে ফল এনে বেলঘরিয়ায় বেঁচে পত্তা করতে পারবেন না। এক সময়ের পারিবারিক যৌথতার শক্তি ওনাকে সাহস জুগিয়েছিল ষ্টেশনে হকারী করার। যৌথতার শক্তিতে ঝুঁকিও নিতে পারতেন। আজ পরিবার টুকরো হয়েছে, যৌথতা নেই, নিজের আর স্ত্রীর পেটের জন্য যেটুকু যা লাগে। ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে নিজের সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছে। তাই বৃদ্ধ বাবাকেই এখনও নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হচ্ছে। তিনি আরও বললেন, এমন সময়ও ছিল যে, বিপদের সময়ে অনেক নিত্য ক্রেতা নিঃশর্তে কিছু পুঁজি দিতেন কিংবা অন্যভাবে সহযোগিতা করতেন। আবার ব্যবসা ভাল হলে, উনি ঋণ শোধ করতেন।

ওনার এই সমস্ত কথা শুনতে-শুনতে প্রশ্ন করি, সমাজকে তো ভীষণভাবে বদলে যেতে দেখলেন? ঘৃণা বেড়ে গেছে বলে মনে হয়? ক্রেতা-বিক্রেতার যৌথতা, হকারদের একে

অপরের সঙ্গে যৌথতা, মমতা এসেবেও তো ভাটা পড়েছে; না-কি? কাল যারা 'মুসলমান আমাদের দুর্ভোগের কারণ' বলছিল, আজ তারাই কী আপনাদের জবর দখলকারী বলছে ? বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন 'ঘৃণা' বেড়েছে। হয়তো চুপ করে থাকা সময়টুকুতে 'মুসলমান দুর্ভোগের কারণ' বলা লোকগুলির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে একটু যাচাই করে নিলেন।

বিশ্বাসে আঘাত

'৪০০ বছর পর রাম কে আনলাম, রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে এসে এই সরকারকে আনলাম, আর এরা এসেই আমাদের সঙ্গে এসব করছে...' ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন বেলঘরিয়া ষ্টেশনের মেঝেতে বসা বৃদ্ধা ফুল বিক্রেতা।

১৮৪৪ সালে মার্ক্সের লেখা বাক্যটি আর-একবার দেখে নিই; ''ধর্মীয় দুঃখবোধ একই সঙ্গে বাস্তব দুঃখের প্রকাশ এবং বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম হলো নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন সমাজের হৃদয়, আত্মাহীন পরিস্থিতির আত্মা। ধর্ম জনগণের আফিম।'' এ-দেশের শ্রমজীবী মানুষ যে দুঃখ, দুর্দশা ও অনিশ্চিয়তার মধ্যে জীবন কাটায় তাদেরকে নিঃসন্দেহে তাদের আরব্ধ দেবতা মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যোগায়, আশা যোগায়। এই গরীবদের মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সিলরের কাছে যাওয়ার পয়সা নেই কিংবা এদেশে এখনও সে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। কাউন্সিলরের কাছে যাওয়ার চল থাকলেও তা' কতটা কার্যকরী উপাদেয় ভূমিকা রাখতো সে নিয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। কারণ, এদেশের ব্যথানাশক বৈজ্ঞানিক ওষুধ প্যারাসিটামলেও ভেজাল, এর থেকে এই মানুষগুলির কাছে সস্তার ব্যথানাশক আফিমের ব্যবস্থা অনেক সাশ্রয়ী ও উপাদেয়। যা এখনও একটি নকুল দানা, ধূপ ও কুচো ফুলের মত করে নিজের কাছে রাখা যায়।

এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করে আমরা এগোতে বা চলতে পারবো না। এই হকার উচ্ছেদ আমাদের দেখায় মানুষের এই বিশ্বাসে আজ টান পড়েছে। অবচেতন মনে হলেও টান পড়েছে। বেলঘরিয়া ষ্টেশনে ২১ মে উচ্ছেদের দিন সকাল থেকেই দোকানিরা তাদের দোকানের মালপত্র সরিয়ে নিতে থাকেন অন্যত্র। সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলার পরও ফাঁকা দোকানগুলিতে রয়ে যায় ঈশ্বরের মূর্তি, বাঁধানো ফটো। তারা হয়তো আর বিশ্বাস ধরে রাখতে পারলেন না কিংবা ভাবলেন তাদের আরব্ধ দেবতা দোকান আগলে রাখবেন। কিন্তু হল না, বেশ কয়েকটি দোকান হাতুড়ি আর শাবলের ঘায়ে ঈশ্বর সমেত তছনছ হয়ে গেলো।

নোটিশের দিন থেকে উচ্ছেদের দিন

নোটিশ পড়ার দিন কয়েক পর থেকেই সিটু'র ব্যানারে লাগাতার মিছিল, মিটিং-এ হকাররা অংশগ্রহণ করে। আমরা বেলঘরিয়ার বিভিন্ন গণ আন্দোলনের কর্মীরা হকারদের এই অংশগ্রহণকে সম্মান জানিয়ে, বলেছি ওনারা যখন যেই কর্মসূচি নেবেন আমরা তা'তে যৌথভাবে উপস্থিত থাকবো, আমরা আলাদা করে এই মুহূর্তে মিটিং, মিছিল সংগঠিত করবো না। সিটু'র স্থানীয় নেতৃত্বকেও আমরা একই কথা জানাই এবং প্রস্তাব দিই, স্থানীয় নাগরিক এবং গণ সংগঠনকে যুক্ত করে যৌথ কর্মসূচি নেওয়ার। এরপর হকার বন্ধুরা আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচির খবর দেন আমরা উপস্থিত থাকি। সিটু'র নেতৃত্বের তরফ থেকে আর কোনও প্রস্তাব বা খবর আমরা পাইনি। উচ্ছেদের আগেরদিন রাতে ষ্টেশন মাষ্টার, হকার ও সিটু'র নেতৃত্বদের মিটিং-এ ঠিক হয়, ৪নং প্ল্যাটফর্মের পাশেই একটি অব্যবহৃত ৫নং লাইন রয়েছে যেটি ভবিষ্যতে চালু হবে, তাই ৪নং'র হকারদের উঠতেই হবে। সেখানে মধ্যস্থতা করে ঠিক হয় ৪নং প্ল্যাটফর্মের একটা অংশের হকারদের তুলে তাদেরকে ৪নং'র আর-এক দিকের বিভিন্ন ফাঁকা অংশে বসতে দেওয়া হবে। উচ্ছেদের দিন এই কথা উড়িয়ে দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ জানায় ৪নং পুরোটা খালি করা হবে। তারপর দীর্ঘক্ষণ রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে হকার ও সিটু নেতৃত্বের বচসা হয়। শেষে আগের কথা মতোই কাজ হবে ঠিক হয়। এরপর হকাররা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে মিছিল করে, সিটু'র নেতৃত্বে। ঠিক বেলা ১২টা নাগাদ স্টেশনে ফোর্স ঢোকে। সিটু'র নেতৃত্বরা সেই সময়ে ষ্টেশনে মিছিল সমাপ্ত করে। সকালের কথা মত কয়েকজন হকার নিজেদের দোকান ৪নং'র এক অংশ থেকে সরিয়ে ফেলতে শুরু করে এবং কতৃপক্ষকে জানান রাতের মধ্যে বাকিগুলো তারা সরিয়ে ফেলবে। এরপরই অদ্ভুতভাবে ফোর্স ঢুকেছে দেখা সত্ত্বেও সিটু'র নেতৃত্বরা সেখান থেকে চলে যায়। রেল কতৃপক্ষ কথার খেলাপি করে ৪নং প্ল্যাটফর্মের বেশ কয়েকটি দোকান ভেঙে ফেলেন; যেখানে হকাররা বারবার বলতে থাকেন তারা নিজেরাই রাতের মধ্যে সরিয়ে দেবেন, সে-সবে কর্ণপাত না-করে ভাঙার কাজ চলতে থাকে এবং প্ল্যাটফর্মের রাস্তার পাশের গ্যারেজের শেডগুলিও ভাঙা পড়ে।

উচ্ছেদের পর

১২ দিন কেটে যাওয়ার পরও, এখনও কথামতো অনেকে ষ্টেশনের অন্য অংশে জায়গা পায়নি। এবং যারা জায়গা নিয়ে

বসেছেন তাদের প্রতিদিন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ছাউনি দেওয়া যাবে না, আসে পাশে ঘেরা যাবে-না, এরকম অবস্থায় তারা বসচ্ছেন।

১ জুন সোমবার, '২৬ বিভিন্ন গণ সংগঠন ও ব্যক্তিদের

যৌথ উদ্যোগে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয় বেলঘরিয়া ষ্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মের সামনে। আড়াই ঘন্টায় ৩৩০ জন মানুষ হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সই করেন। নিত্য যাত্রীরা ও হকার বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ সভায় নিজেদের কথা সোচ্চারে বলেন। দমদম, সোদপুরের মানুষেরাও এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান, সোদপুর-দমদমে একইভাবে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন তারা, এবং এই সমস্ত গণ স্বাক্ষরের সঙ্গে দাবি সমূহের স্মারকলিপি শিয়ালদহ ডি আর এম-এর কাছে জমা দেওয়া হবে।

যৌথতা শেষ কথা বলবে

এই এত-কথা বিশ্লেষণ করে লেখার কারণ, মনে করছি মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গের এই সন্ধিক্ষণেই মানুষ নতুন বিশ্বাসকে আপন করতে পারবে বা চাইছে। চরম অনিশ্চয়তার সময় তাঁরা নিশ্চয়তা পেলেই তাকে আগলে ধরবে। প্রতি পদে রাষ্ট্রের কাছে অপমান সয়ে সয়ে তারা কোথাও মর্যাদা পেলে সেখানে ছুটে যাবে। আমরা সে বিশ্বাস, নিশ্চয়তা, মর্যাদা কতখানি যোগান দিতে পারবো বা কীভাবে উৎপাদন করবো তা' সময় বলবে। যাদবপুরে যে বিশাল মানুষের জমায়েত হকার উচ্ছেদকে আপাততভাবে আটকে দিতে পারলো, তা' কিন্তু কোনও একক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে নয়।

আপাতত, আশা একটাই যৌথতার বীজ বুনে প্রতিকূল এই পরিস্থিতিতে চেতনাকে আগলে রাখা। এই যৌথতার ফসলই বুলডোজার রুখবে, বিশ্বাস, নিশ্চয়তা, মর্যাদার নবরূপ গড়বে। এই যৌথতার জোরেই, আজকের ৮১ বছরের হকার ২০ বছর বয়সে ঝুঁকি নিতে পেড়েছিলেন। একজন এপিডিআর-এর কর্মী, অধিকার আন্দোলনের কর্মী ও সহভাগী, তথ্যচিত্র নির্মাণের কর্মী হিসেবে গত কয়েক সপ্তাহে হকারদের জীবন ও যাপন থেকে এই শিক্ষাই পেলাম।

সুপ্রিম কোর্টে এন আই এ আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সংকট

রঞ্জিত শূর

ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা 'ন্যাশনাল ইনভেষ্টিগেশন এজেন্সি' বা এনআইএ (এন আই এ)'র ক্ষমতা এবং ২০০৮ সালের এন আই এ আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ মামলা (পি আই এল) দায়ের করা হয়েছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের শীর্ষ আদালত এই মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে এবং কেন্দ্র সরকারকে নোটিশ পাঠিয়ে জবাব তলব করেছে।

মামলাটি কে করেছেন

সুপ্রিম কোর্টে এই চাঞ্চল্যকর মামলাটি দায়ের করেছেন কেরালার একজন আইনজীবী মোহাম্মদ মুবারক এ আই (মহম্মদ মুবারক এ আই)। উল্লেখ্য, এই আবেদনকারী পূর্বে পি এফ আই সংক্রান্ত একটি মামলায় এন আই এ'র দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রায় এক বছর হেফাজতে থাকার পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পান। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকেই এন আই এ'র অসীম ক্ষমতা এবং রাজ্যের এক্তিয়ারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে আইনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তাঁর পক্ষে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করছেন প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে।

মামলাকারীর মূল আবেদন ও অভিযোগ কী

মামলাকারীর প্রধান আবেদন হল, ২০০৮ সালের এন আই এ আইনটিকে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করা হোক। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে দাখিল করা এই আবেদনে মূলত নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে-

* যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো বা ফেডারেলিজমে আঘাত ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিল (সেভেন সিডিউল) অনুযায়ী,

‘পুলিশ’ এবং ‘জনশৃঙ্খলা’ (পাবলিক অর্ডার) সম্পূর্ণভাবে রাজ্য তালিকার (স্টেট লিষ্ট) অন্তর্ভুক্ত বিষয়। মামলাকারীর দাবি, এন আই এ আইন তৈরি করে সংসদ রাজ্যের এই আইন শৃঙ্খলার এক্তিয়ারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে, যা’ সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী।

* ধারা ৩ এবং ধারা ৬(৫)’র অপব্যবহার এন আই এ আইনের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী এন আই এ অফিসারদের সাধারণ পুলিশের মতই সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আবার ৬(৫) ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে রাজ্যের সম্মতি ছাড়াই যে কোনও ঘটনার তদন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (সুয়ো মোটু) সরাসরি এন আই এ’র হাতে তুলে দিতে পারে। আবেদনকারীর মতে, এর ফলে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ছে।

* অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে তুলনা আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট) বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট আর্থিক অপরাধের তদন্ত করলেও তারা সরাসরি ‘পুলিশ বাহিনী’ হিসেবে কাজ করে না। কিন্তু এন আই এ-কে একটি সমান্তরাল কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে, যার কোনও আইনি এক্তিয়ার সংসদের নেই এবং থাকা উচিত নয়।

* ধারা ১৪’র লঙ্ঘন আইনের ৬ থেকে ১০ নম্বর ধারাগুলিতে এন আই এ-কে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা বা সেফগার্ড ছাড়াই ‘অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা’ দেওয়া হয়েছে, যা’ সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ (আইনের চোখে সমতা)’র পরিপন্থী এবং স্বৈরাচারী।

সরকারের বক্তব্য ও আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ

এই মামলার শুনানির সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এ এস জি) ঐশ্বর্য ভাটি।

* সরকারের অবস্থান সরকারের প্রাথমিক যুক্তি হল, এন আই এ-কে গঠন করা হয়েছিল ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার পর; ভারতের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য। সন্ত্রাসবাদের মতো আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য অপরাধের মোকাবিলা করা কোনও একক রাজ্যের পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই বিশেষ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

* সুপ্রীম কোর্টের প্রশ্ন শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছে। বিচারপতিরা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, ‘‘কোনও নির্দিষ্ট পুলিশ ষ্টেশন বা রাজ্যের এফ আই আর ছাড়াই এন আই এ কীভাবে সরাসরি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত (সুয়ো মোটু) মামলা রুজু করতে পারে?’’ এই সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আদালত কেন্দ্রকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে কাউন্টার অ্যাফিডেভিট বা হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার ভবিষ্যৎ ও আইনি গুরুত্ব

সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ১৪ জুলাই, ২০২৬। এই মামলার রায় ভারতের আইনি ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক মোড় নিয়ে আসতে পারে। একদিকে রয়েছে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে রয়েছে ভারতের সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি;রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা করার তাগিদ। যদি সুপ্রীম কোর্ট এন আই এ’র এই ‘স্বতঃপ্রবৃত্ত তদন্তের’ ক্ষমতায় কোনও কাটছাঁট করে, তবে তা’ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমীকরণকে চিরতরে বদলে দিতে পারে। পুরো দেশের নজর এখন আগামী জুলাই মাসে শীর্ষ আদালতের চূড়ান্ত শুনানির দিকে।

প্রতিবেদন

নয়ডা এবং সামগ্রিক এন সি আর (ন্যাশানাল ক্যাপিটাল রিজিওন) তথা উত্তরপ্রদেশে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন

সম্প্রতি দিল্লির উপকণ্ঠ নয়ডা এবং সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল-গুলিতে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের কঠোর অবস্থানের ফলশ্রুতিতে দেশ জুড়ে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, ৮ ঘন্টা কাজ এবং শ্রম অধিকারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনকে দমাতে যেভাবে ‘জাতীয় নিরাপত্তা আইন’ (এন এস এ)’র মত চরম ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তা’ নিয়ে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মধ্যে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আকৃতি চৌধুরী, সত্যম বর্মা এবং সৃষ্টি গুপ্তার বন্দিদশা : নয়ডার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি জানাতে গিয়ে একের-পর-এক অধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও শিল্পী পুলিশের নিশানা হয়েছেন।

আকৃতি চৌধুরী ও সত্যম বর্মা (এন এস এ প্রয়োগ) : দিল্লির লেবার অর্গানাইজেশন ‘মজদুর বিগুল দস্তা’-র সাথে যুক্ত সমাজকর্মী ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী আকৃতি চৌধুরী, ৬০ বছর বয়সী প্রবীণ সাংবাদিক ও অনুবাদক সত্যম বর্মাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে

জাতীয় নিরাপত্তা আইন (এন এস এ) প্রয়োগ করা হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হল, সুরাজপুর আদালতে যখন তাঁদের জামিনের শুনানি চলছিল এবং পুলিশ কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারছিল না, ঠিক-তখনই আকস্মিক ও নাটকীয়ভাবে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' (এন এস এ), ১৯৮০ ধারা জারি করে। এই আইনের অধীনে কোনও বিচার ছাড়াই এক বছর পর্যন্ত কাউকে আটকে রাখা যায়। পুলিশের অভিযোগ, তাঁরা শ্রমিকদের সহিংসতায় উসকানি দিয়েছেন। তবে মানবাধিকার সংগঠন 'কারওয়ান' (CARWAN)-এর দাবি, এটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং জামিন আটকানোর একটি আইনি কৌশল।

শিল্পী সৃষ্টি গুপ্তার ৬ সপ্তাহের বন্দিত্ব : শ্রমিক সংহতির অপরাধে শিল্পী সৃষ্টি গুপ্তাকেও ৬ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তিনি বিশ্বভারতীর কলা ভবন থেকে পাশ করা পেশাদার শিল্পী। শিল্প ও সাংস্কৃতিক মহলের একাংশের মতে, স্বাধীন ধারার শিল্পীরা যখন প্রথাগত প্রদর্শনীর গণ্ডি পেরিয়ে সরাসরি মেহনতি মানুষের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তখন রাষ্ট্র তাঁদের কণ্ঠরোধ করতে একই রকম নির্মমতার পথ বেছে নিচ্ছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : চলতি বছরের এপ্রিল মাসে হরিয়ানা সরকার অদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রায় ৩৫ বৃদ্ধি করার পর, নয়ডা এবং মানেসরের (জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বা এন সি আর এলাকা) তৈরি পোশাক ও অটোমোবাইল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে অসন্তোষ দানা বাঁধে। শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তৃণ এলাকা জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে, বিশেষ করে ১৩ এপ্রিল, নয়ডার ফেজ-২ এবং সেক্টর-৬৩ এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বেশ কিছু কারখানায় ভাঙচুর, পাথর ছুড়ে মারা এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সংগঠনের দাবি প্রশাসন এবং মালিকদের তরফেই ষড়যন্ত্র করে এই হিংসা ছড়ানো হয়েছিল।

প্রশাসনের পাল্টা যুক্তি : উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও প্রশাসনের দাবি, এই সহিংসতা কোনও সাধারণ অসন্তোষ ছিল না, এর পিছনে একটি সুপরিকল্পিত 'ষড়যন্ত্র' ছিল। প্রবীণ সাংবাদিক সত্যম বর্মার বিরুদ্ধে পুলিশ বিদেশি উৎস থেকে টাকা লেনদেনের অভিযোগ এনেছে এবং দাবি করেছে যে মাওবাদী ও 'বামপন্থী' সাহিত্যের মাধ্যমে তরুণদের উসকানি দেওয়া হচ্ছিল। যদিও তাঁদের আইনজীবীরা এই সমস্ত দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রমাণহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ ও এনসিআর (জাতীয় রাজধানী অঞ্চল) জুড়ে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ধরণ : নয়ডা এবং বৃহত্তর এনসিআর এলাকায় শ্রমিকদের কণ্ঠ চেপে ধরতে রাষ্ট্র মূলত তিনটি কৌশল ব্যবহার করছে (ক) নির্বিচার গ্রেফতার (খ) ইউএপিএ (গ) এন এস এ'র অপব্যবহার

নয়ডার ঘটনায় প্রায় ৩০০ জনেরও বেশি শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়েছে। সাধারণ শ্রম বিরোধের মামলায় দেশদ্রোহী বা জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে দেখানোর এক প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এর আগে মানেসর শিল্পাঞ্চলেও (Richa Global এবং Modelama Exports) শ্রমিক আন্দোলনের সময় 'খুনের চেষ্টা' (বি এন এস ধারা ১০৯)'র মত গুরুতর ধারা যুক্ত করা হয়েছিল।

প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারি ও ইউনিয়ন বাতিল : আন্দোলনের সমন্বয় ঠেকাতে পুলিশ শ্রমিকদের বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ওপর কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। পাশাপাশি, যেসব ইউনিয়ন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের নিজেদের সদস্যপদ দিচ্ছিল, শ্রম দপ্তর থেকে সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শ্রমিকরা আইনিভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার হারাচ্ছেন।

গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ : সাংবাদিক সত্যম বর্মার গ্রেফতারি প্রমাণ করে যে, মূলধারার গণমাধ্যমের বাইরে গিয়ে যারা গ্রাউন্ড লেভেলে শ্রমিকদের বঞ্চনার খবর ও লিফলেট প্রকাশ করছেন (যেমন 'মজদুর বিগুল' পত্রিকা), তাদের সোজা 'রাষ্ট্রদ্রোহী' তকমা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দিল্লি ও এলাহাবাদ হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই এই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে 'হেবিয়াস কর্পাস' (Habeas Corpus) পিটিশন দাখিল করা হয়েছে।

উপসংহার : নয়ডা তথা উত্তরপ্রদেশের এই সাম্প্রতিক দমনপীড়ন কেবল কয়েকজন ব্যক্তির বন্দিদশা নয়, বরং তা' ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলগুলোতে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার লড়াইয়ে রাষ্ট্রের একতরফা দমনমূলক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবির পক্ষে কথা বলা সাংবাদিক, শিল্পী ও তরুণ কর্মীদের ওপর দেশের সবচেয়ে কঠোরতম 'নিরাপত্তা আইন' চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী বলেই মনে করছেন, দেশের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা।

প্রতিবেদন

ইউ এ পি এ (UAPA) মামলায় জামিনের অধিকার বিতর্ক

ভারতের বিচারব্যবস্থায় সম্প্রতি 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন' বা UAPA (Unlawful Activities Prevention Act)-এর অধীনে জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে এক নজিরবিহীন ও ঐতিহাসিক আইনি সংঘাত সামনে এসেছে। একদিকে দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর ধরে সমাজকর্মী উমর খালিদের কারাবাস ও জামিন না-পাওয়া, এবং অন্যদিকে জম্মু-কাশ্মীরের এক আবেদনকারীর জামিন মঞ্জুর! সুপ্রিম কোর্টের দু'টি সমমর্যাদার ভিন্ন বেঞ্চের পরস্পরবিরোধী অবস্থান দেশের আইনি মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এই বিতর্কের মূল কেন্দ্রে রয়েছে একটি গভীর আইনি প্রশ্ন সুপ্রিম মকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ কি সুপ্রিম কোর্টেরই তিন বিচারপতির বেঞ্চের দেওয়া পূর্বতন রায়কে নিজস্ব ব্যাখ্যার মাধ্যমে লঘু বা অগ্রাহ্য করতে পারে? এবং ইউ এ পি এ'র মতো কঠোর আইনে 'জামিন একটি নিয়ম, জেল ব্যতিক্রম';এই নীতি কতটা কার্যকর?

উমর খালিদের জামিন খারিজের বিতর্কিত রায়

২০২০ সালের দিল্লির দাঙ্গার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সমাজকর্মী উমর খালিদকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউ এ পি এ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘ আইনি টানাপোড়েনের পর, ২০২৬ সালের জানুয়ারী মাসের শুরুতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এন ভি আনজারিয়ার দুই বিচারপতির বেঞ্চ উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। এই বেঞ্চটি তাঁদের রায়ে উল্লেখ করে যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি প্রথম দর্শনে (প্রাইমা ফেসিয়া) সত্য বলে মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে এই বেঞ্চটি জানায়, ইউ এ পি এ'র মত বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে কেবল 'বিচারের দীর্ঘ বিলম্ব' বা 'দীর্ঘ কারাবাস'-কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জামিনের ভিত্তি হিসেবে ধরা যাবে না। এই রায়ের ফলে উমর খালিদের কারাবাস আরও দীর্ঘায়িত হয় এবং বিচার ব্যবস্থা মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে।

'নাজিব' মামলার নজির এবং তিন বিচারপতির বেঞ্চের গুরুত্ব

এই আইনি দ্বন্দের মূল উৎসটি লুকিয়ে রয়েছে ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারী দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের একটি ঐতিহাসিক রায়ের মধ্যে। 'ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম কে এ নাজিব' মামলায় তৎকালীন বিচারপতি এন ভি রামানা, বিচারপতি সূর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোসের সমন্বয়ে গঠিত একটি তিন বিচারপতির বেঞ্চ (থ্রি জাজেজ বেঞ্চ) স্পষ্ট রায় দিয়েছিল। সেই রায়ে বলা হয়েছিল, ইউ এ পি এ আইনের ধারা ৪৩ ডি (৫)'র জামিন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ যতই কঠোর হোক-না-কেন, তা' ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ (আর্টিকেল ২১-জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার)-কে খর্ব করতে পারে না। যদি কোনও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হতে দীর্ঘ বিলম্ব হয় এবং অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে ট্রায়াল ছাড়াই আটকে থাকে, তবে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার্থে আদালত তাকে জামিন দিতে বাধ্য।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থার দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম (জুডিসিয়াল ডিসিপ্লিন) অনুযায়ী, একটি উচ্চতর বেঞ্চের (তিন বিচারপতির বেঞ্চ) দেওয়া রায় বা আইনি নীতিকে কোনও নিম্নতর বা সমমর্যাদার বেঞ্চ নিজের মত করে খাটো বা খারিজ করতে পারে না। যদি কোনও দ্বি-মত থাকে, তবে বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর নিয়ম।

কাশ্মীরের বন্দির মামলা এবং দুই বিচারপতির বেঞ্চের পাল্টা অবস্থান

২০২৬ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই বিতর্কে এক নতুন মোড় আসে। জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারার এক সরকারি কর্মচারী সৈয়দ ইফতিখার আনদ্রাবির জামিনের আবেদন সুপ্রিম কোর্টে শুনানির জন্য ওঠে। ২০২০ সালের জুন মাসে মাদক ও সন্ত্রাসবাদী যোগসূত্রের অভিযোগে উগ্রপন্থী আইনের অধীনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দীর্ঘ ৫ বছর ৯ মাসেরও বেশি সময় ট্রায়াল ছাড়া বন্দি থাকার পর তাঁর মামলাটি শুনছিল সুপ্রিম কোর্টের অন্য একটি দুই বিচারপতির বেঞ্চ, যার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি বি ভি নাগারত্না এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া।

উক্ত মামলার রায় দেওয়ার সময় বিচারপতি নাগারত্না এবং বিচারপতি ভুঁইয়ার বেঞ্চ সরাসরি জানুয়ারী মাসে উমর খালিদের মামলা খারিজে বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চের দেওয়া যুক্তি ও আইনি ব্যাখ্যাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, জানুয়ারী মাসের ওই

রায়ে ২০২১ সালের তিন বিচারপতির বেঞ্চের দেওয়া 'কে এ নাজিব' মামলার বাধ্যতামূলক নজির ও আইনি নৈতিকতাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তার গুরুত্বকে খাটো করা হয়েছে, যা দুই বিচারপতির বেঞ্চের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

কাশ্মীরের এই বন্দির জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি নাগারত্না ও বিচারপতি ভুঁইয়ার বেঞ্চ ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মূল ভিত্তি–''বেল ইজ রুল, জেইল ইজ এক্সসেপশন" (জামিন-ই নিয়ম, জেল ব্যতিক্রম) – নীতিটিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করেন। আদালত জানায়, এই নীতিটি কেবল ফৌজদারি কার্যবিধির (CrPC) কোনও সাধারণ স্লোগান নয়, এ'টি সংবিধানের ২১ ও ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত একটি মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র যদি দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইউ এ পি এ'র ধারা ৪৩ ডি (৫)'র কঠোরতার দোহাই দিয়ে নাগরিকের স্বাধীনতাকে কেড়ে নেওয়া যায় না।

আইনি সংঘাতের বর্তমান স্থিতি বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা

একই শক্তির দু'টি ভিন্ন বেঞ্চ ইউ এ পি এ'র জামিন নীতি এবং 'নাজিব' মামলার নজির নিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করায় সুপ্রিম কোর্টের ভেতরেই একটি আইনি অচলবস্থা তৈরি হয়। একদিকে বিচারপতি অরবিন্দ কুমারের বেঞ্চ মনে করে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আইনের কঠোরতাই শেষ কথা। অন্যদিকে, বিচারপতি নাগারত্নার বেঞ্চ মনে করে, দীর্ঘ বন্দিত্বের বিরুদ্ধে নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই সর্বোচ্চ।

এই মতবিরোধ ও বিচারবিভাগীয় অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য, অবশেষে ২০২৬ সালের ২২ মে সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ এই সমগ্র আইনি প্রশ্নটিকে (ইউ এ পি এ মামলায় দীর্ঘ বিলম্বের ভিত্তিতে জামিন দেওয়ার পরিধি ঠিক কতটুকু) একটি বৃহত্তর বেঞ্চে (লার্জার বেঞ্চ) স্থানান্তরিত বা রেফার করেছে। এই বৃহত্তর বেঞ্চের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপরেই এখন নির্ভর করছে উমর খালিদ সহ দেশের বহু ইউ এ পি এ বন্দির ভবিষ্যৎ এবং ভারতের নাগরিক স্বাধীনতার আইনি গতি-প্রকৃতি।

এপিডিআর-এর মুখপত্র
'অধিকার' পড়ুন ও পড়ান

মানুষকে রাষ্ট্রহীন করার বর্বর প্রক্রিয়া পুশব্যাক

প্রদীপ বাগচী

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী জেলার সাথে মালদা জেলাতেও শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে বাংলাদেশি সন্দেহে পুশ ব্যাক (Deportation) প্রক্রিয়া। মালদা জেলার মুলতঃ চারটি ব্লকের ১৭২ কিমি অঞ্চল জুড়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল। মালদা জেলার প্রায় ৩৫ লক্ষ গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বড় অংশ গত কয়েক দশক ধরে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলিতে বসবাস করে।

মালদা শহর শেষ হয়েই প্রথম পঞ্চায়েতটির শুরুতেই ছিল বাগবাড়ি খোঁয়াড়। একসময় এখানে বেওয়ারিশ গবাদিপশু ধরে এনে রাখা হত। সে খোঁয়াড় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সেই বাড়িটা এখন বেঘর হয়ে যাওয়া মানুষের খোঁয়াড় । যার পোশাকি নাম 'হোল্ডিং সেন্টার'। এই মুহূর্তে সেখানে দেড়'শোর বেশি মানুষ রয়েছে । প্রশাসনের বিচারে তার নাকি ''বাংলাদেশি"। বছর দশেক আগে তৈরি হওয়া নীল সাদা রঙের চারতলা বাড়িটিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ চলত। বাইরের মানুষ বিশেষ করে বেশি সংখ্যায় মহিলারা আসতেন। এ-নিয়ে স্থানীয়দের বিশেষ কৌতূহল ছিল না। ২৫মে, '২৬ সকাল থেকে সেই বাড়িটি'র ছবি সম্পূর্ণ বদলে যায়। 'কর্মতীর্থ' নামে পরিচিত বাড়িটি'র নাম হয়ে দাঁড়ায়' হোল্ডিং সেন্টার' ।

রাজ্যে বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, সে-সময়ের বিরোধী দল নেতা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, এই রাজ্য থেকে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে। এর জন্য থ্রি,ডি ফর্মুলার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোরট । ২৪ মে, '২৬, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলায়-জেলায় নির্দেশ যায় হোল্ডিং সেন্টার করতে হবে। রাত পোহাতেই সর্বপ্রথম দু'টি হোল্ডিং সেন্টার তৈরি হয় মালদা এবং মুর্শিদাবাদে।

প্রথম ধাপে ২৫ মে সকালেই মালদা জেলায় তিনজন মহিলা এবং ৫ থেকে ১১ বছর বয়সী নাবালক ও নাবালিকা, এই মোট নয় জনকে বাংলাদেশী চিহ্নিত করে এই হোল্ডিং সেন্টারে এনে রাখা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এখানে গাজোলের পান্ডুয়ায় একটি বাড়িতে তারা কিছুদিন থেকেই বসবাস করতো। এদের পরিবারের পুরুষরা ভিন রাজ্যে

শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়ায় তাদের কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। ৩০ মে রাতে একটি দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নামতেই মালদা স্টেশনে পাঁচজনকে রেল পুলিশ গ্রেপ্তার করে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। জেলা পুলিশ সুপার জানান এই পাঁচজনের মধ্যে নাকি চারজন ধৃত এই নয়জনের পরিবারের সদস্য। সেদিনই বিএস এফ এর হাতে ধরা পরা আর একজন মিলিয়ে মোট ছয়জনকে ৩১ মে সকালে হোল্ডিং সেন্টারে এনে রাখা হয় । খোঁজ নিতে গিয়ে তখনই জানা যায় ২৮ মে গভীর রাতে পুশ ব্যাকের জন্য আগের নয় জনকে বিএসএফ এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । নতুন ভাবে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে, জনা পনেরো পুলিশ, তিনজন সিভিল ডিফেন্স , তিনজন সিভিক মিলে সেন্টারটিকে ঘিরে রেখে , মালদার হোল্ডিং সেন্টারটিকে একেবারে জেলখানার মতন করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় । ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না কোনও সাংবাদিক , রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে কাউকেই। প্রশাসন চিহ্নিত বাংলাদেশি দের সাথে কথা বলার ন্যূনতম সুযোগ পাচ্ছে না কেউই ।

এরপরে-পরেই সীমান্ত ঘেঁষা সব জেলাতেই খুল গিয়েছে এরকম হোল্ডিং সেন্টার। তবে এই মুহূর্তে মালদা হোল্ডিং সেন্টারে রয়েছেন প্রায় দুশো মানুষ। সঠিক সংখ্যা জানার কোনও উপায় নেই। এঁদের কোথায় থেকে আনা হয়েছে এ-নিয়ে প্রশাসনের কোন ভাষ্য নেই। স্থানীয় গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে জানা গেল, ৪ জুন সকালে চারটি বাস ভর্তি করে প্রায় দুই'শো জনকে আনা হয়েছে। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছে বাসগুলি কলকাতার দিককার। খোঁজ করে জানা যাচ্ছে, এঁরা মুলতঃ উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট , হাকিমপুর এলাকা থেকে নিয়ে আসা। মালদা পুলিশ সুপারের বক্তব্য ৪ জুন সকালে ১৫০ প্লাস বাংলাদেশিকে নিয়া আসা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধরা ছয় জন বাংলাদেশীর মধ্যে পাঁচজনকে পুশ ব্যাকের জন্য বিএসএফ এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিক দের মাধ্যমে জানা যাচ্ছে বসিরহাট, হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করতে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবিরি বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেই পুশ ব্যাকের জন্য মালদা জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যদিও এখানকার প্রশাসন এদের নিয়ে আসার জায়গা কিংবা কারণ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি।

এর আগে সরকারী নির্দেশে বলা হয়েছিল যাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধরা হবে সর্বোচ্চ তিরিশ দিন হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হবে। এই সময়ে তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা, কারও কাছে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের কাগজ থাকলে সেটা বিএসএফ এর মাধ্যমে বিজিবি-কে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেওয়া চলবে। তারপরে আদালতের মধ্যমে বাংলাদেশি চিহ্নিত করে বিজিবি'র হাতে তুলে দেওয়া হবে। যাদের কোনও কাগজপত্র পাওয়া যাবে-না তাদেরকে পুশ ব্যাক করা হবে। এই ছিল নাকি সরকারি নির্দেশনামা। কিন্তু যা খবর এসব কোনও কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ না-করেই নির্বিচারে পুশ ব্যাক করা হচ্ছে। কোন এলাকা থেকে কতজনকে পুশ ব্যাক করা হচ্ছে তার কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এতে দুই দেশের সীমান্তবর্তী জিরো পয়েন্টেই বাড়ছে দুই দেশের মানুষের সংখ্যা। কারণ দুই দেশেরই সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে এই মানুষদের গ্রহণ করতে রাজি নন ।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট, হাকিমপুর থেকে মালদা,মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা জুড়ে উত্তরের চ্যাংড়াবান্দা অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একই দৃশ্য সর্বত্র। দুই দেশের সংবাদ মাধ্যম ও গণমাধ্যম পরস্পরের বিরুদ্ধে পুশ ইনের অভিযগ আনছে, আর অগণিত সাধারণ বিপন্ন মানুষ জিরো পয়েন্টে পড়ে থাকছেন। ৫ জুন, '২৬, বাংলাদেশের 'প্রথম আলো'র দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ছবি সহ সংবাদে দেখা যাচ্ছে মালদার হবিবপুরের আশরাফপুর সীমান্ত এলাকা যার অপর পারে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জের বাঙ্গাবাড়ি সীমান্তে ৪ জুন বিএসএফ ২৮ জনকে ঠেলে পাঠায়। কিন্তু বিজিবির বাধায় মানুষগুলি বাংলাদেশে ঢুকতে পারেনি। এরপরে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নিজের নিজের দাবিতে অনড় থাকায় মানুষগুলি জিরো পয়েন্টে ফাঁকা মাঠেই পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের অনান্য সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে এরকম না-কী ১০০'র বেশি মানুষকে বাংলাদেশে ঢোকানোর চেষ্টা করেছে বিএসএফ। বিজিবি সতর্ক থাকার কারণে এরাও এই ঝড় জলের মধ্যে খাবার ছাড়া ফাঁকা মাঠে পড়ে রয়েছে। বেআইনি ও অমানবিক পুশ ব্যাকের নামে এখন রাজ্যজুড়ে চলছে এই চরম বর্বরতা ।

কার্যত রাষ্ট্রহীন অসহায় মানুষগুলির ভবিষ্যৎ কী, আমরা কেউই জানি না!

সংযোজন:

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি বলেছেন, ইতিমধ্যে ৪৮০০ জন 'অনুপ্রবেশকারিকে' বিএসএফ বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছে। আরও ৮৩৬জন হোল্ডিং সেন্টারে আটক আছে। তারা পাইপলাইনে আছে। তাদেরও বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হবে। আমরা জানতে চাই পুশব্যাক হওয়া এই ৪৮০০ জন কারা? পাইপলাইনে থাকা ৮৩৬ জনই বা কারা? কী তাদের নাম ধাম পরিচয়। শ্বেতপত্র

প্রকাশ করে সত্য জানাক সরকার। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতের মানুষের এদের নাম-পরিচয় জানার অধিকার আছে। সরকারের এত গোপনীয়তা কেন? তথাকথিত হোল্ডিং সেন্টারে কোন সাংবাদিক বা মানবাধিকার কর্মীকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমাদের দাবি তথাকথিত হোল্ডিং সেন্টারে সাংবাদিকদের এবং মানবাধিকার কর্মীদের ঢুকতে দেওয়া হোক। আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হোক। সত্য প্রকাশিত হোক।

প্রসঙ্গত, ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো, আদালতে পেশ না করে কাউকে ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। তাহলে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে দিনের পর দিন হোল্ডিং সেন্টারে আটক রাখা হচ্ছে কী করে? হোল্ডিং সেন্টারে আটকের পুরো বিষয়টাই বেআইনি, অসাংবিধানিক। 'পুশব্যাক' ব্যাপারটাই বেআইনি। অসাংবিধানিক। অমানবিক।আদালতের নির্দেশ ছাড়া সরকার কাউকে বিদেশি নাগরিক বলতেই পারে না। পারেনা পুশ ব্যাকের নামে অন্য দেশে জোর করে পাঠিয়ে দিতে।

এদেশে অনুপ্রবেশ ও পুশব্যাক একটা রাজনৈতিক ইস্যু। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের হাতিয়ার।

আর সেটা করতে গিয়ে ভয়ংকর এই আমনবিক পদক্ষেপ নিয়ে এত মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি অন্য দেশে, বাংলাদেশে, পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ নিতে রাজি নয় বলে গোপনে জবরদস্তি, গান পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বা নো ম্যানস ল্যান্ডে ফেলে রেখে মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে চলেছে। আমরা দাবি করছি, ভারত সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশে পুশব্যাক বন্ধ করুক। একই জাতিসত্তা, একই ভাষার দুই প্রতিবেশি দেশে কিছু যাতায়াত হবেই। যেমন হয় মিজোরাম আর মায়নামারের মধ্যে। এই যাতায়াত কিভাবে আইনিপথে সহজে করা যায় তা দেখুক সরকার। দুই দেশ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্তরে বসে আলোচনা করে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলুক। এটাই সময়ের চাহিদা। বিএসএফ-বিজিবি মিটিংয়ে এই সমাধান অসম্ভব। কারণ এটা সামরিক বিষয় নয় রাজনেতিক বিষয়। মানবাধিকারকে সামনে রেখে আলোচনায় বসুক দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব।সদিচ্ছা থাকলে অসম্ভব কিছুই নয়।

'মা-মাটি-মালি সুরক্ষা মঞ্চ' প্রকাশিত নিবন্ধটির বাংলা অনুবাদ—

সিজিমালি: এই ধরিত্রী বিক্রির জন্য নয়

মা মাটি মালি সুরক্ষা মঞ্চ

প্রিয় বন্ধু ও কমরেডগণ, জোহার!

আমাদের জমি, জঙ্গল ও পাহাড় বাঁচানোর লড়াইয়ে ওড়িশা এবং সারা দেশ থেকে যে বিপুল সমর্থন ও সংহতি এসেছে, তার জন্য 'মা মাটি মালি সুরক্ষা মঞ্চ' গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। গত ৬,৭ এপ্রিল রাতে কান্তামাল গ্রামে পুলিশের নির্মম দমনপীড়নের পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বাম ও গণতান্ত্রিক সংগঠন, মূলধারা ও সামাজিক মাধ্যম, সামাজিক কর্মী, যুব সমাজ এবং গবেষকদের প্রতিনিধি দল আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে সিজিমালি-তে ছুটে এসেছিলেন।

আপনারা নিশ্চয়ই গত ১০ মার্চ, '২৬ তালামপাদর গ্রামে মাঝরাতে চালানো জঘন্য অভিযান এবং ১০ জন নারীসহ ২১ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তারের খবর জানতে পেরেছেন। গত ২০২৬, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ড্রোন, পুলিশের গাড়ি আর যত্রতত্র মার্চ করার কারণে পুরো সিজিমালি অঞ্চলটি যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গত তিন বছরে যখন থেকে সিজিমালির বক্সাইট খনি বেদান্ত কোম্পানিকে এবং কুক্রমালির খনি আদানি গ্রুপকে লিজ দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে আমাদের সাধারণ মানুষের ওপর একের-পর-এক মিথ্যা মামলা দিয়ে প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালানো হচ্ছে। এই 'পঞ্চম তফশীলভুক্ত' এলাকা (ফিফথ সিউডিউল এরিয়া), যেখানে আদিবাসী, দলিত ও পশুপালক সম্প্রদায় যুগের-পর-যুগ ধরে শান্তিতে সহবস্থান করে আসছে, তাকে আজ নরকে পরিণত করা হয়েছে। তাসত্ত্বেও আমাদের লড়াই থামবে না। আপনাদের এই সমর্থন আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ় করেছে।

আমাদের এই লড়াই শুধু আমাদের জীবন ও জীবিকার লড়াই নয়। আমাদের লড়াই ধরিত্রী মাতাকে রক্ষা করার লড়াই, এই পুরো গ্রহটাকে বাঁচানোর লড়াই। এই যুদ্ধ সমস্ত জীব প্রজাতি;মাছ, পাখি, ভেড়া, ছাগল, বন জঙ্গল আর নদী-ঝরণাগুলিকে বাঁচানোর যুদ্ধ। প্রকৃতি আমাদের এবং আমরা প্রকৃতির। আমরা একে-অপরের পরিপূরক, আমাদের আলাদা করা অসম্ভব।

যেখানে আজ বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ু সংকটের হুমকি পুরো পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়েছে, সেখানে আমরা

দেখছি পূর্বঘাট পর্বতমালার একের পর এক বক্সাইট সমৃদ্ধ পাহাড় পুঁজিবাদী লোভ আর মুনাফার স্বার্থে কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। খন্দুয়ালমালি, নিয়মগিরি, মালি পর্বত, বালদা নাগেশ্বরীমালি, সেরুবান্ধা, কোডিঙ্গামালি এবং নারায়ণপাটনার কর্নাকোন্ডামালিতে ঠিক এই একই জিনিস ঘটছে। যদি এখানে খনির কাজ শুরু হয়, তবে পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন হওয়া শত শত বারোমাসি ঝর্ণা;যা আমাদের নদীগুলোর প্রাণ, তা দ্রুত শুকিয়ে যাবে। ওড়িশা একসময় মরুভূমিতে পরিণত হবে, বিষাক্ত বর্জ্যের স্তূপে ঢেকে যাবে। বাফলিমানি পাহাড়ে খনি খনন এবং তিকরির কাছে অ্যালুমিনা রিফাইনারি (কারখানা) স্থাপনের পর থেকেই আমরা মারাত্মক দূষণ প্রত্যক্ষ করছি। বাতাস ধূলো আর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে এবং লাল কাদার পুকুর থেকে বিষাক্ত তরল বর্জ্য আমাদের নদীতে মিশে পানিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। লাঞ্জিগড় রিফাইনারি প্ল্যান্টেরও একই অবস্থা। মানুষের কথা-তো বাদই দিলাম, গবাদি পশুও সেই পানি খেতে পারছে না এবং নদীর সব মাছ মরে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, বক্সাইট সমৃদ্ধ অঞ্চলের আমাদের মত মানুষ, যারা জীবন ধারণের জন্য সম্পূর্ণ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তারা আজ দক্ষিণ ওড়িশা জুড়ে উন্নয়নের নামে চলা এই ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সবকটি লড়াই আসলে একটি অভিন্ন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম।

উন্নয়নের এই কাহিনীর আর-একটি পিঠ আমরা প্রতিদিন পুলিশের অমানবিক ও নির্মম আচরণের মাধ্যমে টের পাচ্ছি। এটা কেমন উন্নয়ন যেখানে একটি নির্বাচিত সরকার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধেই পুলিশ আর আধাসামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেয়? যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন আমাদের টাকায় চলে এবং যাদের দায়িত্ব জনগণের সেবা করা, তারা উল্টো আমাদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। উন্নয়ন মানে কি মিথ্যা বলা, ঘুষ দেওয়া আর আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা? এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, দালালেরা গ্রামবাসীদের সম্মতি কেনার জন্য সামান্য কিছু টাকা ঘুষ দিচ্ছে এবং আমাদের মধ্যকার সামাজিক বাঁধন দুর্বল করতে নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিচ্ছে। ভাড়াতে গুন্ডাদের দিয়ে আমাদের যুবকদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে এবং পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশাসন মাঝরাতে এসে আমাদের ঘাম, রক্ত আর হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে তৈরি ভঙ্গুর ঘরবাড়িগুলো ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। আর উল্টো আমাদের নামে 'সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার' মামলা দিচ্ছে। ১৪৪ ধারা জারি করে তারা আমাদের বন্ধুবান্ধব ও সমর্থকদের এখানে আসতে বাধা দিচ্ছে, অথচ নিজেরা কোম্পানির ভাড়া করা মুখোশধারী গুন্ডাদের নিয়ে এসে আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। বনের বাসিন্দা হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবেই আমরা কাঁধে আমাদের ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র বা হাতে তীর-ধনুক রাখি। তারা এটাকে 'মারাত্মক অস্ত্র' বহনের অজুহাত বানিয়ে আমাদের নামে 'আর্মস অ্যাক্ট' (অস্ত্র আইন)-এর ধারা দিচ্ছে। আমাদের ঘুমন্ত শিশুদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হচ্ছে, বয়স্কদের মাথায় লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করা হচ্ছে, আর উল্টো আমাদের মানুষের নামে দেওয়া হচ্ছে 'হত্যার চেষ্টা' (Attempt to Murder)-র মামলা।

পুলিশ এবং গুন্ডাদের এই অবিরত উপস্থিতির কারণে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং সাপ্তাহিক হাটের ব্যবসা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের জীবন ধারণের নড়বড়ে অর্থনৈতিক ভিত্তিটাই আজ ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে আমাদের দিনে একবেলা কম খেতে হচ্ছে এবং আমাদের সামান্য আয়ের টাকা জামিন নিতে ও জেলে যাতায়াত করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা ন্যায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছি, আর দিনের-পর-দিন জামিনের শুনানির চক্রে ফেঁসে যাচ্ছি। আর জামিন মিললেও, আমাদের ওপর অমানবিক ও জাতিগত বিদ্বেষমূলক শর্ত চাপিয়ে আরও বেশি অপমান করা হচ্ছে। কৃষক ও দিনমজুরেরা যদি মাসের পর মাস জেলে কাটায়, তবে তাদের পরিবারগুলি বাঁচবে কী করে?

এটা কি জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা চালিত একটি প্রজাতন্ত্র না-কী কর্পোরেটদের দ্বারা চালিত প্রজাতন্ত্র? আমরা মাঝে মাঝে ভাবি, আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, ন্যায়বিচার এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য আওয়াজ তোলা কি কোনও অপরাধ? শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভিন্নমত প্রকাশ করার সাংবিধানিক অধিকার কি আমাদের নেই? আইন কি আমাদের রক্ষা করার জন্য, নাকি শুধু কোম্পানির স্বার্থে কাজ করার জন্য? আমরা আইনের সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে পরিবেশ সংক্রান্ত গণশুনানিতে সর্বসম্মতিক্রমে খনি প্রকল্পটি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমাদের 'গ্রাম সভা'য় খনি খননের জন্য বনভূমি হস্তান্তরের প্রস্তাব আমরা নাকচ করে দিয়েছি। তাসত্ত্বেও একের পর এক ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন থাকা অবস্থাতেই খনি এলাকায় যাওয়ার রাস্তা তৈরির জন্য বনের ছাড়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অতি সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুমোদনও দিয়ে দিয়েছে।

আমরা প্রায়ই ভাবি যে আমরা কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি বা কর্মকর্তার সাথে কোনও আলোচনা ছাড়াই ব্যবস্থার এক বিশাল 'ভূত'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তারা আমাদের শত শত আবেদনের কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু তারা হঠাৎ ভূতের মতো আমাদের ওপর চড়াও হয় এবং আমাদের যা' কিছু আছে সব ধ্বংস করে দেয়। আমাদের কণ্ঠরোধ করতে তারা পাঁচটি পঞ্চায়েত জুড়ে আমাদের মানুষদের নামে শত শত ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। গত তিন বছরে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কতজনকে জেলে পাঠানো হয়েছে আর কত মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, তার কোনও হিসাব নেই। তারা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে প্রতিটি এফ আই আর-এ অতিরিক্ত ১০০ বা ৩০০ জন 'অন্যান্য' (others) লিখে রেখেছে যাতে যাকে খুশি যখন-তখন গ্রেপ্তার করা যায়। তবুও, আমরা সাহস ও দৃঢ়তার সাথে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের এই লড়াই আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লড়াই। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাসের লড়াই। এটি আমাদের পূজনীয় 'তিজ রাজা' এবং আমাদের সমস্ত পবিত্র বনের (Sacred Groves) অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এটি এমন এক বর্তমান সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই, যেখানে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা এবং শ্রম দেওয়া অসম্ভব করে তোলা হচ্ছে। এবং সর্বোপরি, এটি আগামী প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। ওড়িশার মাটি থেকে যে রাজস্ব এবং মুনাফা লুটে নিয়ে যাওয়া হয়, তা কি কখনো ওড়িশার মানুষের কাছে ফিরে এসেছে? এখানে সবসময় ধনী ও ক্ষমতাশালীদের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদের নির্মম লুণ্ঠন হয়েছে, আর আমাদের যুবকদের কাজের সন্ধানে দূর-দূরান্তে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে পাড়ি দিতে হয়েছে। আসুন আমরা 'আন্তঃপ্রজন্মগত সমতা' (Intergenerational Equity)-র নীতি বজায় রাখি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করি। এই পাহাড়, বন আর ঝরনাগুলো হাজার হাজার বছর ধরে এখানে রয়েছে। এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষরা লালন-পালন করেছে, আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এবং যারা এখনও জন্মায়নি তাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদের কি কোনও বাজারমূল্য হতে পারে? এগুলি বিক্রি করার জন্য নয়, মুনাফার জন্য নয়। এগুলি জীবন এবং বেঁচে থাকার জন্য। এই ধরিত্রী বিক্রির জন্য নয়!

আমরা আমাদের সেই সমস্ত সাহসী যোদ্ধাদের স্যালুট জানাই, যারা জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে আজ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দি। ধনী ও ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সমস্ত সংগ্রামী মানুষ এবং প্রান্তিক সম্প্রদায়কে আমরা স্যালুট জানাই। আমরা পূর্বঘাট পর্বতমালার সমস্ত গণআন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে দাবি তুলুন—

১. সিজিমালি এবং কুক্রমালিতে বেদান্ত লিমিটেড এবং আদানি গ্রুপের প্রস্তাবিত বক্সাইট খনি প্রকল্পসহ পূর্বঘাট পর্বতমালার সমস্ত খনি প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল কর।

২. জেল থেকে সমস্ত বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাও এবং আমাদের মানুষের নামে দেওয়া শত শত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কর।

৩. আগামী প্রজন্মের জন্য জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা কর।

মা মাটি মালি সুরক্ষা মঞ্চ
(সিজিমালি - কুক্রমালি - মাঝিংমালি)
রায়গড়া, কালাহান্ডি, ওড়িশা
পঞ্চম তফসিলভুক্ত এলাকা থেকে হাত তোল।
বক্সাইট মাটির নিচেই থাকতে দাও।

তথ্যানুসন্ধান

তথ্যানুসন্ধান: শ্রীরামপুর শাখা, এ পি ডি আর

এস আই আর-এর ফলে নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় মৃত্যু

সন্দেহ SIR এর ফলে নাম বাদ যাওয়ায় মায়ের আত্মহত্যা। 'এই সময়' দৈনিক সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে, রিষড়া নতুন পল্লীর বাসিন্দা মিনতি সেন গত ৪ঠা এপ্রিল, '২৬, রাতে আত্মহত্যা করেছেন। তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে SIR এর ফলে নাম বাদ যাওয়ায় এই আত্মহত্যা। এই খবর পাওয়ার পর এ পি ডি আর শ্রীরামপুর শাখার পাঁচ সদস্যের একটি দল ৫ই এপ্রিল, '২৬ তথ্যানুসন্ধানে জন্য এলাকায় যায়। ঐ-দিন এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করে। বাড়িতে তালা লাগানো। মৃতদেহ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায় নি। মৃতার ছেলের ফোন নং এলাকার কেউই দিতে পারলেন না। চেষ্টা চলছে জোগাড় করার। প্রতিবেশী এবং এলাকার কয়েকজনের সাথে কথা বলে যা জন্য গেলো—

১. মিনতি সেন এবং ওনার পরিবার আদতে বেলুড় এর

বাসিন্দা। পাঁচ ছয় বছর আগে তাঁরা রিষড়া নতুন পল্লীতে আসেন।প্রথমে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে নিজেদের বাড়ি করেন। একতলা ছোট বাড়ি।। মলিন এবং প্লাস্টারহীন বাড়ি। বাড়িটি রিষড়া নতুন পল্লীর শেষ প্রান্তে রিষড়া পঞ্চায়েতের ৪৪ নং ওয়ার্ডে। এই বাড়ির লাগোয়া অঞ্চল হচ্ছে কানাইপুর পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ পল্লি। মিনতি দেবীদের বাড়ির প্রবেশপথ রামকৃষ্ণ পল্লীর দিকে।

২. নতুনপল্লী এবং রামকৃষ্ণপল্লি বাড়ির উভয় দিকের প্রতিবেশীদের থেকে জানা গেল পরিবারটি পাড়ার কারও সাথেই খুব মেলামেশা করে না। ভদ্রমহিলা এক-একাই বাড়ির বারান্দায় বসে থাকেন। ছেলেও খুব একটা এলাকায় মেশে না। ফলে ওদের বাড়ির ব্যাপারে এমন-কী শনিবার ঘটে যাওয়া ঘটনার সম্পর্কেও তারা বিশদে কিছু জানেন না। তারাই জানান ভদ্রমহিলার দুই ছেলে। স্বামী নেই। বড় ছেলে মায়ের সাথে থাকে। পাড়ার লোকে তার নাম জানে ভোলা। ভাল নাম বলতে পারলো না। ছোট ছেলে এখানে থাকে না। কদাচিৎ আসে।

৩. প্রতিবেশীরাই জানালো ওদের নাম বেলুড়ে ভোটার তালিকায় ছিল। এবারে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ফর্ম ফিল আপ করেছিল। প্রথমে বিচারাধীন তালিকায় ছিল তারপর মায়ের নাম তালিকায় ওঠেনি। যদিও মায়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল বলে জানে প্রতিবেশীরা।

৪. শনিবার সকালে ছেলে অন্যদিনের মতই কাজে বেরোয়। রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখে তার মা গলায় দাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তখন পাড়ার লোক জানতে পারে। রাত ১০ টা নাগাদ রিষড়া থানা থেকে পুলিশ এসে মৃতদেহ নিয়ে হাসপাতালে যায়। ময়না তদন্তের জন্য। বেলা ১ টার সময় ওয়ালস হাসপাতালে শ্রীরামপুর শাখার দুজন সদস্য ওয়ালস হাসপাতালে গিয়ে দেখে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু বাড়ির কোনও লোককেই আশপাশে দেখতে পায়নি। আমরা পাড়ার লোকের থেকে জানতে পারি প্রতিবেশীরা কেউই হাসপাতালে যায়নি।

৫. প্রাথমিক খোঁজখবর করে আমরা যখন ফেরার জন্য বারুজীবী বাজারে আসি তখন কয়েকজন পরিচিত সি পি আই এম কর্মীদের সাথে দেখা হয়। কী কারণে আমরা এসেছি শোনার পর বর্ষীয়ান একজন সি পি আই এম কর্মী বলেন, তারা ঘটনাটি জানেন। আমরা যখন জিজ্ঞেস করি এস আই আর-এর তালিকায় নাম না-ওঠায় মিনতি সেন আত্মহত্যা করেছে বলে আমরা জেনেছি সেটা কি সত্যি ? তারা বলেন, তাদের কাছে অন্য খবর আছে। ভদ্রমহিলা COPD পেশেন্ট। খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। ওনার ছেলে সমীর ওনাদের খুবই পরিচিত। মার্বেলের কাজ করত।এখন নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করে। তাদের একজন যিনি ওই সংসদে পাঁচবারের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন তিনি জানান, ওনার ছেলে পার্টির সমর্থক ছিলেন আগে। তিনিই ওদের বাড়ি করার ব্যবস্থা করে দেন। ওদের এক বোন আছে যার সদ্য বিয়ে হয়েছে। তারা জানান যে ভদ্রমহিলার আত্মহত্যা (জ্জট্ট এর কারণে হয়েছে বলে যে প্রচার সেটা তৃণমূল কর্মীদের ভোটের জন্য প্রচার। তাদের মনে হয়েছে ভদ্রমহিলার অসুস্থতা কারণ হাতে পারে। শনিবার তৃণমূল প্রার্থী এলাকায় এসেছিলেন তারপর তৃণমূল এটাকে ইস্যু করেছে। আমরা মৃতার ছেলের নাম জেনেছিলাম ভোলা। অথচ ওনারা ছেলের নাম বলছিলেন সমীর। আমরা জিজ্ঞেস করি ভোলা আর সমীর একই ব্যক্তি কিনা। তখন এলাকার BLO ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন । ওনারা ওনাকে থামিয়ে এই ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন । বি এল ও কিছু বলতে পারে না। তারপর সমীরের নাম বললে বি এল ও আবার অন্য এক পরিবারের কথা বলে। পার্টির একজন তখন বলেন সমীর বসাক ছেলের নাম। আমরা বলি ভদ্রমহিলার নাম তো মিনতি সেন। তখন বোঝা যায় সিপিআইএম কর্মীরা এতক্ষণ যার কথা বলছিলেন আর মিনতি সেন এক নয়। তখন বি এল ও এবং সিপিআইএম কর্মীদের আমরা পথ চিনিয়ে ভোলা সেনদের বাড়ি নিয়ে যাই। বি এল ও বলেন এটা তার আওতায় নয়। সিপিআইএম কর্মীরাও বলেন এই বাড়িটা তারা জানতেন না।পুরো ঘটনাটায় আমাদের অবাক না হয়ে উপায় ছিল না।

৬. এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা তৃণমূলের সুচিত্রা পালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান তিনি একটি সভায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর স্বামী এলাকার তৃণমূল কর্মী স্বপন পাল বিষয়টি নিয়ে দেখছেন। তার সাথে কথা বলার জন্য তিনি বলেন। স্বপন পালের সাথে যোগাযোগ করা হয় পাঁচটার সময়। তিনিই জানান, তিনি এইসবে হাসপাতাল থেকে ফিরছেন। মৃতদেহ ময়না তদন্ত হয়ে এখন দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি জানান যে, সত্যিই মা এবং ছেলে দুজনের নাম-ই এস আই আর-এর ফলে বাদ গেছে। তারা ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন কিন্তু তাদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় ওঠে নি। এই বিষয়ে ছেলে তৃণমূলের কর্মীদের জানিয়েছিল। মা খুব দুশ্চিন্তা করছে এবং ভয় পাচ্ছে এরপর বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ হয়তো কেটে দেবে। তাদের আশ্বস্ত করা হলেও লাভ হলো না। বাড়িতে দারিদ্র্য থাকলেও কোনও অশান্তি ছিল না। এই অবস্থায় কেউ আত্মহত্যা করলে দুশ্চিন্তা

এবং এস আই আর এই দু'য়ের যোগ আছে বলেই আশঙ্কা।

৭. পরের দিন সোমবার আমরা আবার মৃতার বাড়িতে যাই। ছেলে ভোলার সাথে কথা বলি। ছেলের থেকে জানা যায় যে, ওনারা দুভাই। ভোলাবাবু মায়ের সাথেই থাকেন। অন্য ভাই বেলুড় এর বাসিন্দা। ভলাবাবু নিরাপত্তা কর্মীর কাজ করেন। তারা সবাই SIR এর গরম ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলেন। ছেলেদের নাম উঠলেও মায়ের নাম ওঠেনি। শুনানিতেও ডাকেনি। এ নিয়ে মা খুব চিন্তা করতো। বোঝালেও ভয় কাটেনি। খুব চুপচাপ থাকতেন। সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা করতেন। ওইদিন তিনি সকালে কাজে বেরোন, রাতে ফিরে দেখেন মা গলায় দাড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার মনে হয় না এস আই আর-এর তালিকায় নাম না-ওঠায় মা ভয় পেয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আরও বিপদে পড়ে গেছেন।

আমাদের পর্যবেক্ষণ:

১. এলাকায় এতবড় ঘটনায় কোনও চাঞ্চল্য নজরে আসেনি। মৃতার বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরেও কেউ ব্যাপারটা সম্পর্কে অবহিত নয়।

২. পরিবারটি কয়েকবছর আগে এলাকায় আসায় এবং খানিকটা হয়তো কম মিশুকে বলে প্রতিবেশীদের সাথে যোগাযোগ ছিল খুব কম। তবে কোনও খারাপ ব্যবহার কারও সাথে করেনি।

৩. আর্থিক ভাবে দরিদ্র হলেও সংসারে কোনো অশান্তি ছিলো না বলেই প্রতিবেশীদের অভিমত।

৪. এর আগে বেলুড় অঞ্চলে থাকতেন এবং সেখানেই ভোটার তালিকায় নাম ছিল। ২০০২ এর তালিকাতেও মায়ের নাম ছিল। এবারে এখানে SIR এর তালিকায় নাম তোলার জন্য ফর্ম ফিল আপ করেন।

৪. ছেলেদের নাম উঠলেও তাঁর নাম না ওঠায় তিনি খুব দুশ্চিন্তা করতেন। কারও সাথে নিজের দুশ্চিন্তা ভাগ করে না-নেওয়ায় এটা তাঁর উপর আরও চাপ তৈরি হয়। বাড়িতে অন্য কোনও অশান্তি ছিলো না। পাড়ার কারও সাথে খারাপ সম্পর্ক ছিল না। হঠাৎ করে তার আত্মহত্যার পিছনে এস আইয়া আর-এর তালিকায় নাম না-ওঠার ও পরবর্তীতে সম্ভাব্য দুর্গতির আতঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু পাওয়াও যাচ্ছে না।

৫. মৃত্যুর পর তৃণমূল পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বিষয়টি এস আই আর-এর কারণেই হয়েছে বলে প্রচার করছে।

৬. এই ঘটনায় তৃণমূলের এস আই আর বিরোধী অবস্থানের বিরোধিতা করার মানসিকতা থেকে সঠিক তথ্য না জেনেই আত্মহত্যার কারণ হিসাবে মৃতার অসুস্থতাকে কারণ হিসাবে সামনে আনার চেষ্টা করছে এলাকার সিপিআইএম কর্মীরা।

৭. এলাকায় এর আগে এস আই আর-এর বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি হয়নি। নাম বাদ যাওয়া লোকেদের সাহায্য করার কোনও উদ্যোগ এলাকায় জানা গেল না।

৮. এস আই আর-এর শিকার যারা তারা কোনও সামাজিক-রাজনৈতিক সহযোগিতা না-পাওয়ায় নিঃসঙ্গ অসহায়তার মধ্যে রয়েছেন। কোনও দলবদ্ধ লড়াইয়ের উদাহরণ না-থাকায় বিপদমুক্ত হওয়ার কোনও আলো কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। এলাকায় যাদের নাম উঠে গেছে তারা এব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। আত্মহত্যার মর্মান্তিক ধাক্কাও সমাজকে নাড়াতে, জাগাতে পারছে না।

তথ্যানুসন্ধানকর দল: শ্যামল দাস, প্রদীপ ব্যানার্জী, সুকেশ মালিক, প্রদীপ দাস (ফেলু), সঞ্জীব আচার্য

আর জি কর লিফ্ট কাণ্ডে মৃত্যুর অন্তর্তদন্তে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির (এপিডিআর) তথ্যানুসন্ধান

এও এক হত্যা

আবার আরজিকর খবরের শিরোনামে। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট আরজি কর হাসপাতালে চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার রুমে রাত্রি কালীন নাইট শিফটে ডিউটির সময় নৃশংসভাবে ধর্ষিতা ও খুন হন স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের চিকিৎসক ছাত্রী। এই নৃশংস খুনের বিচার চেয়ে রাজ্য ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আজও তার প্রকৃত বিচার অধরা। এবারের ঘটনাটি ঘটে ২০২৬এর ১৯মার্চ এই হাসপাতালেরই লিফটে আটকে থেতলে মৃত্যু হল দক্ষিণ দমদম এলাকার রোডের বাসিন্দা বছর চল্লিশের যুবক অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। গত ২১মার্চ ২০২৬ এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে আরজিকর হাসপাতালের ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় কমিটির এক প্রতিনিধি দল যায়। তথ্যানুসন্ধানীদের দলে ছিলেন তুফান চক্রবর্তী তাপস মুখার্জি অলক দাস জয়ন্ত মুন্সি ও জয়দেব বৈদ্য এবং নিখিল বিশ্বাস।

আরজিকর ট্রমা কেয়ার সেন্টারের ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা প্রথমেই যোগাযোগ করি রেসিডেন্ট ডক্টর কাম ট্রমা কেয়ার সেন্টারের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দেন উনিশে মার্চ ২০২৬ তারিখে অর্থাৎ ঘটনার দিন কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসারদের সঙ্গে। ডাক্তার বিশ্বরূপ বড়াল ডাক্তার মানস গুপ্ত কর এবং ডাক্তার রুদ্র ভট্টাচার্য। এই তিনজনের মধ্যে প্রথম দু'জন ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দেন।তথ্যানুসন্ধানী দলও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে ঐ রাতের ঘটনার বিবরণ জানতে পারে।

ঘটনার বিবরণ-

দক্ষিণ দমদম পুরসভার কালিন্দি অঞ্চলের জয়পুর রোডের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯ শে মার্চ বৃহস্পতিবার ছিল তাঁর জন্মদিন। বাবার জন্মদিনে কেক কেটে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে গিয়ে ডান হাতের হাড় ভাঙে অরূপ বন্দোপাধ্যায়ের তিন বছরের ছেলে আরুষের। অরূপের স্ত্রী সোনালী দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেকে নিয়ে আরজি করে ছোটেন

মেডিকেল অফিসাররা আমাদের জানান প্রাথমিক চিকিৎসার পরে জানানো হয় আরুষের ডান হাতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। অপারেশনের আগের সমস্ত করণীয় ক্লিনিক্যাল টেস্ট করার পরে সোনালীকে ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং এর একতলায় বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়। রাত্রি এগারোটা থেকে প্রায় রাত্তির তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরে এই সময়ে আরুষ শৌচাগারে যেতে চায়। কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মী তাদের পরামর্শ দেয় চার তলায় শৌচালয় রয়েছে। তখন ছেলেকে নিয়ে স্বামী স্ত্রী লিফটে ওঠেন। প্রসঙ্গত ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং এর একতলায় একটি শৌচাগার রয়েছে এবং আমাদেরকে মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মানস গুপ্তকর জানিয়েছিলেন যে একতলার শৌচাগারটি ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তাকর্মী এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী এবং তাদের আত্মীয় পরিজনেরাও ব্যবহার করেন। অরূপ সোনালী তাদের তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে লিস্টে ওটা মাত্র লিস্টটা একবার তীর বেগে উপরে উঠতে থাকে এবং পরক্ষণেই নিচে নামতে থাকে এইভাবে লিফটটা বারংবার ওঠানামা করতে থাকার পর বেসমেন্টে গিয়ে লিফট থেমে যায়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন ভেবে বাইরে বেরিয়ে দেখেন প্রায় দু ফুট দূরে একটা গ্রীল দেওয়া দরজায় তালা দেওয়া । তখন অরূপ ও সোনালী রায় দুঘন্টা ধরে তাদের উদ্ধার করার জন্য আর্ত চিৎকার করলেও কেউ আসেননি। ইতিমধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে অরূপ বাড়ির লোককে খবর পাঠান। এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করেন। আরুষ ও তার মা লিফটের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। এই সময়েই উপর থেকে লিফটে উপরে ওঠার জন্য কেউ সুইচ অন করে। এবং হঠাৎই উপরে উঠতে শুরু করে। এবং অরূপ লিফটের দরজায় আটকে যায়। সোনালী ও আরুষ ওই মুহূর্তে লিফটের গর্তে পড়ে যায়। ঘরটা ছিল তখন পুরো অন্ধকার। এরপরই লিফট থেকে অরূপের দেহ নিচের বেসমেন্টের গর্তে তার স্ত্রী কোলে এসে পড়ে। অরূপদের সাহায্যের আর্তি শুনেও কয়েকজন ছুটে এলেও বেসমেন্টের মূল প্রবেশপথের গ্রিলের দরজা ও লিফটের সামনে দরজায় তালা খুলে তাদের বার করতে পারেনি। ঘটনাস্থলে ই অরূপের মৃত্যু হয়। ২০শে মার্চ ২০২৬ ভোর ছটায় মৃত অরূপ ও তার স্ত্রী সন্তানকে উদ্ধার করা হয়। পরিবার সূত্রে আমরা জানতে পারি যদি ওই সময় লিস্টটা অরূপের দেহ সহ নিচের বেসমেন্টে আবার নেমে আসত তবে অরূপের স্ত্রী ও সন্তানও পিষ্ট হয়ে মারা যেতেন।

ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর মূল কারণ হলো পলি-ট্রমা বা ত্বদ্রভ্ভ্স্ত্রত্ম জ্জ— দ্দস্তুত্র্ন্। সূত্র মারফত জানা গেছে অরূপ এর দুই হাত, পাঁজর, ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গা ছিল। ফুসফুস,প্লীহা এবং হৃৎপিণ্ডের মতো একাধিক অঙ্গ ফেটে গিয়েছিল। ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে।

হাসপাতালের প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ও এমএসভিপি ডাক্তার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় এর সঙ্গে টেলিফোনে ও কথা।

তথ্যানুসন্ধানী দল প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে জানতে পারে হাসপাতালে সহকারী অধীক্ষক (গুঁদ্র— দ্বত্রস্থত্বখস্তুত্রন্দ্র—) দ্বৈপায়ন বিশ্বাস ট্রমা কেয়ার বিল্ডিংয়ে ফরেনসিক দলকে এবং লালবাজারের হোমিসাইড দপ্তরের পুলিশ আধিকারিকদেরকে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সামগ্রী 'সিজ' করতে সাহায্য করতে গেছেন। আমরাও তখন সেই মর্মান্তিক ঘটনার অকুস্থল বেসমেন্টে যাই এবং ডাক্তার বিশ্বাসকে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করি। প্রসঙ্গত সেদিন ঈদের ছুটি থাকাতে এমএসভিপি উপস্থিত ছিলেন না। শ্রী বিশ্বাস আমাদের জানান ঘটনা দিন সহকারি অধীক্ষক (—দ্র— -দ্বত্রস্থত্বখ্ঠ দায়িত্বে ছিলেন বিস্তালি দাস। টেলিফোনে হাসপাতালের এমএসভিপি ডাক্তার সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী আমাদের ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেন। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে আমরা প্রশ্ন করি ২০শে মার্চ ২০২৬ আপনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান যে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিফটে আটকে ভয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান' যা ঘটনার প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে একেবারেই মিলছে না। তিনি জানান কর্তব্যরত হাসপাতালের সহকারী অধীক্ষক (ঙস্ঠ্ঠ (ভ্ভ্মত্রণ)এই তথ্যই দেন। এমএসভিপিকে আমরা প্রশ্ন করি, যে উনি কেন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার আগে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে

সুনিশ্চিত হলেন। তিনি এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। এমএসভিপি আসলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতিকে চাপা দিতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করতে চেয়েছেন। এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এই হাসপাতালে ৯/৮/২০২৪ তদানীন্তন অন্যতম অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার অভয়ার পরিবারকে ফোনে খবর দেন তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ আরজিকর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারে বারে তাদের প্রশাসনিক অপদার্থতাকে আড়াল করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

কারা ক'রলো ময়নাতদন্ত ?

সকলের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে আর জি কর হাসপাতালের ধর্ষিতা ও খুন হয়ে যাওয়া তরুণী চিকিৎসক অভয়ার সেদিন যারা ময়নাতদন্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম দুজন এক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অপূর্ব বিশ্বাস ও সেই ডাক্তার দেবাশীষ সোম। অর্থাৎ সেদিন যারা ময়নাতদন্তের জন্য নির্ধারিত সমস্ত বিধি নির্দেশ লংঘন করে প্রায় অন্ধকার পরিবেশে দুর্বল ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ময়নাতদন্ত করে অস্বচ্ছ রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই চিকিৎসকরাই এখনো একই দায়িত্বে বহাল। তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ডাক্তার সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই ময়নাতদন্তে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি নানান অছিলায় আমাদেরকে ময়না তদন্তে প্রকাশিত মৃত্যুর কারণের বিষয়টি এড়িয়ে যান।

ডক্টর অনিকেত মাহাতোর বয়ান

যদিও ডাক্তার মাহাতো এখন আর আরজিকর হাসপাতালে সঙ্গে যুক্ত নয় তবুও আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী সাহসী চিকিৎসক হিসেবে এবং সেই আন্দোলনের পীঠস্থান আরজিকর হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পর্কে তিনি সচেতন। দূরভাষের মাধ্যমে তার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়। তিনি আমাদেরকে পরিষ্কার বলেন যে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের ওই লিফ্টটা ঘটনা ঘটার প্রায় দেড় মাস আগে থেকেই একই ধরনের বিপত্তি ঘটাত। বিষয়টি প্রশাসন এবং পূর্ত দপ্তরের নজরে আনা হলেও তারা এটা মেরামতের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এবং এই লিফ্টটা যে সর্বসাধারণের চলার পক্ষে বিপজ্জনক সেটা জানা সত্ত্বেও লিফটের বাইরে কোনও নোটিশ পর্যন্ত আটকানো হয় নি। ডাক্তার মাহাতো জানান যে আরজিকর হাসপাতালের কমবেশি ৪০ টি লিফট আছে এবং প্রায় কোনওটিতেই লিফটম্যান থাকে না। পূর্ত দপ্তরের ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা এএমসি কখনো চোখে পড়েনি।

মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনি আমাদের Crushed Injury এর কথাই বলেছেন।

ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং এর মেডিক্যাল অফিসারদের ক্ষোভ

আমরা প্রথমেই ট্রমা কেয়ার সেন্টারের যে সব মেডিকেল অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম (তাঁদের নাম পূর্বে বর্ণিত আছে) তাঁরা একের পর এক তাদের সঙ্গত ক্ষোভ এবং কি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের কাজ করতে হয় তার বর্ণনা দেন। ১) দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও সরকারের উদাসীনতার ফলে হাসপাতালে সর্বস্তরের পরিষেবা একপ্রকার বিপর্যস্ত

২) প্রায় লিফট বন্ধ থাকে। বা বিপত্তি ঘটে ফলে অসুস্থ রোগীদের ভয়ংকর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়।

৩) রোগীর সংখ্যার তুলনায় মেডিকেল অফিসার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল।

৪) অভয়ার মৃত্যুর পরে ১৪/ ৮ /২০২৬ রাত্রে দুষ্কৃতিদের ভয়াবহ তান্ডবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ বিল্ডিংটাই কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। ঐ বিল্ডিংটা পুনর্নির্মাণের সরকারি কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে ওই বিল্ডিং এর সমস্ত বিভাগ (চেস্ট মেডিসি মেডিসিন, কার্ডিওলজি, গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজি এবং হাই ত্মত্রদ্মত্র—ত্মত্র—ত্বা ডিজিজ) ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং এর বহির্বিভাগ এবং জরুরী বিভাগ চালু হওয়ায় রোগীর সংখ্যা এবং তাদের পরিজনদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অফিসিয়াল দের সংখ্যাও কম। চিকিৎসা পরিকাঠামোও রোগীর সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে রোগীদেরকে চূড়ান্ত হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। এই সমস্যা নিরসনে প্রশাসনের কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

৫) ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটাই মাত্র শৌচাগার সেখানে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী নিরাপত্তারক্ষী পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী রোগী এবং রোগীর আত্মীয় সকলে ব্যবহার করে ফলে তার ভয়াবহ দুর্গন্ধ ওই চত্বরে এক ভয়াবহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই সামান্য সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই সেখানকার চিকিৎসক মহলের উপলব্ধি এই সমস্যাগুলো দূর করতে না পারলে অভয়া অরূপের মতন ঘটনা বারবার ঘটবে।

আমাদের পর্যবেক্ষণ:

১) লিফটে কোনও কর্মী ছিলেন না।

২) লিফ্টটি মেরামতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সেটি রোগী এবং অন্যান্য সকলকে ব্যবহার করতে দেওয়া হত।

৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দফতরের (বৈদ্যুতিক) দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে চূড়ান্ত উদাসীন।

৪) এমএসভিপি এর পক্ষ থেকে কোন মনিটরিং নেই।

৫) বেসমেন্ট-এর মূল প্রবেশদ্বার এবং বেসমেন্ট-এর লিফটের গেটের সামনে দরজায় তালা দেওয়া থাকলেও চাবির সন্ধান কেউ জানে না।

৬) পূর্ত দপ্তরের সুপারভাইজার লিফট সুপারভাইজার বা ম্যানেজাররা ফোন কল রিসিভ করেননি।

৭) যে বিকল্প পথ দিয়ে বেসমেন্টে ঢোকা যায় সেই পথকে ব্যবহার করলে বেসমেন্টে লিফটের সামনের গেটের তালা ভেঙে অরূপ এবং তার পরিবারকে উদ্ধার করা যেত।

৮) নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাও অত্যন্ত অমানবিক। উদ্ধারকার্যে তাদের কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায় নি।

সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে আমাদের মনে হয়েছে 'এও এক হত্যা'। রাষ্ট্রের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতি এই মৃত্যুর কারণ।

মৃত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এপিডিআর-এর তথ্যানুসন্ধানী দল

হাসপাতালের তথ্যানুসন্ধান পর্ব শেষ করে আমরা যখন কালিন্দির জপুর রোডে মৃত অরূপের বাসভবনে পৌঁছলাম তখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। বাড়িতে প্রবেশ করতে পরিবারের সকল সদস্যদের বুক ভাঙ্গা হাহাকার ৭৮ বছরের সন্তানহারা পিতার চোখের জল আমাদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল। মৃত অরূপের বাবা অমল বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ কর্মী এবং সিআইএসএফের জওয়ানদের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লিফটের গর্তে ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উপস্থিত পুলিশ এবং সিআইএসএফের জওয়ানদের উদ্ধারের কাতর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তারা জবাব দেন লিফটের দরজার চাবি খুলে বেসমেন্ট থেকে বিপন্নদের উদ্ধার করা তাদের কাজ নয়। বৃদ্ধ অমূল্যবাবুর দাবি লিফটের বেসমেন্টে দু'ঘণ্টা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে না থাকলে তার ছেলে হয়তো বেঁচে যেতেন। কলকাতা পুলিশ তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। কেন ঘন্টার পর ঘন্টা লিফটে আটকে থাকা অবস্থায় ছেলেকে উদ্ধার করা গেল না, কেন হাসপাতালে বেসমেন্টের গ্রিলের তালা চাবি খুঁজে পাওয়া যায় না, কেন প্রয়োজনের সময় লিফটম্যান থাকে না, কেন বিকল হয়ে যাওয়া একটা লিফ্ট হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়? মৃত অরূপের স্ত্রী সোনালী দত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ না হলেও অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগ্নে জামাই পেশায় আইনজীবী শিবাশীষ ব্যানার্জি আমাদের জানান যে অরূপের স্ত্রীও মনে করেন যে ওর স্বামীকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার দিনের সমস্ত গাফিলতিকে উল্লেখ করে শিবাসিস বাবু বলেন ওঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এর বিচার আদায় করে ছাড়বেন। কেন শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে হাসপাতালে পক্ষ থেকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সেই প্রশ্ন তুলে অমল বাবু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। পাড়ায় অরূপ বেশ জনপ্রিয় ছিল। অরূপের মায়ের হার্টে স্টেন্ট বসেছে। ফলে তাঁর সঙ্গেও দেখা করা সম্ভব হয় নি।

পুলিশের আইনি পদক্ষেপ ও লালবাজার হোমিসাইড শাখার তদন্ত প্রক্রিয়া

অরূপের বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানোর মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে। এবং পাঁচজনকে গ্রেফতার করে এরা হলেন মিলন কুমার দাস বিশ্বনাথ দাস ও মানস কুমার এবং শুভদীপ দাস ও আশরাফুল রহমান নিরাপত্তা রক্ষী। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখা তদন্তভার নিয়েছে। শিয়ালদহ আদালতে মামলাটির শুনানি হচ্ছে। অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু ঘটানো অর্থাৎ ১৫০ নম্বর ধারা ভারতীয় ন্যায়সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৩(৫) ধারা এই মামলায় যুক্ত হয়েছে।এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে যে দাবিগুলি করা হচ্ছে—

১) শুধু লিফ্টম্যান এবং নিরাপত্তা রক্ষী নয় এই মৃত্যুর দায় আরজিকর হাসপাতালে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের।

২) কর্তব্যে চূড়ান্ত অবহেলা। রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি এবং সার্বিক নজরদারির দায়িত্বে থাকা হাসপাতালের সকল আধিকারিককে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩) হাসপাতালের জরুরী বিভাগের বিল্ডিংকে অবিলম্বে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

৪) সমস্ত হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৫) অবিলম্বে হাসপাতালের অভ্যন্তরে ভিজিটার্স, ডাক্তার, রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য কর্মীদের জন্য পৃথক পৃথক

আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে।

৬) বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত লিফটের প্রয়োজনীয় মেরামতি ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৭) লিফ্ট চালকবিহীন রাখা চলবে না।

৮) পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯) মৃত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কে অবিলম্বে স্থায়ী সরকারি চাকরি দিতে হবে।

১০) মৃত অরূপের বাবা অমল বন্দ্যোপাধ্যায় কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তথ্যানুসন্ধান : মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি, এ পি ডি আর

মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে BSF এর কৃষিজমি দখল করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ

প্রেক্ষাপট গত ৩১ শে মে, ২০২৬ মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকা ডোমকল মহকুমার অধীন জলঙ্গি ব্লকের অন্তর্গত কৃষকদের রেকর্ডেড তিন ফসলি চাষের জমি ঘোষপাড়া সর্বপল্লী ভূতগাড়ির মাঠ বি এস এফ লাল পতাকার সীমানা লাগিয়ে দখল করতে যায়। কৃষকরা এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভুতগাড়ির মাঠ সংলগ্ন হাইরোড অসংখ্য কৃষকের জমায়েতে অবরোধ হয়ে যায়। জলঙ্গি থানার পুলিশ ও বিএসএফ একসাথে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে এলে কৃষকদের সাথে বচসা বেঁধে যায়। শেষ পর্যন্ত এলাকার পুলিশ প্রশাসন কৃষকদের চাষের জমি দখল না-করার মৌখিক আশ্বাস দিলে জমায়েত উঠে যায়।

এই ঘটনার তিন দিন পর গত ৩'রা জুন, এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ডোমকল শাখা সহ ৯ জন মিলে তথ্যানুসন্ধানে যায়। প্রথমে তারা ঘোষপাড়া সর্বপল্লী ভূতগাড়ির মাঠ পর্যবেক্ষণ করে। এই মাঠ প্রায় ১৫০০০ বিঘা তিন ফসলি চাষের জমি। এই জমির উপর নির্ভরশীল ৫টি গ্রামের কৃষক। এই পাঁচটি গ্রাম হল, দক্ষিণ ঘোষপাড়া, সর্বপল্লী, ফরাজীপাড়া, মুরাদপুর এবং উত্তর ঘোষপাড়া। মাঠে পাট, গম, কলাই, মুশুরি, রসুন, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন সব্জির চাষ হয়। মাঠ পরিদর্শন করে এ পি ডি আর'র টিম কৃষকদের সাথে কথা বলার জন্য গ্রামগুলিতে যায়।

এখান থেকেই সমস্যা শুরু হয়। জলঙ্গি থানার পুলিশ কোনভাবে এ পি ডি আর যাচ্ছে বলে খবর পেয়ে যায়। ফরাজীপাড়া গ্রামের কৃষকদের ঘরে গিয়ে পুলিশ এ পি ডি আর-কে সহযোগিতা করতে, কথা বলতে নিষেধ করে। গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর যখন এ পি ডি আর গ্রামে ঢুকতে যায় তখন জলঙ্গি থানার ওসি সঙ্গে বন্দুকধারী বাহিনী নিয়ে এ পি ডি আর-কে আটকায়। ফলে এ পি ডি আর'র সাথীদের সাথে জলঙ্গি থানার ওসির বচসা শুরু হয়। জলঙ্গি থানার ওসি বিধান সাহা জানান তিনি সবে জয়েন করেছেন। বলেন, বি এস এফ - এর সাথে ওনাদের কথা হয়েছে, জমিটা বি এস এফ নেবে না; নিচু ল্যান্ড বলে। ওনাদের ক্যাম্প করতে হলে অনেক মাটি ফেলতে হবে। তাই গ্রামের লোকের সাথে এ পি ডি আর-এর কথা বলতে যাবার কোনও দরকার নেই। কিন্তু এ পি ডি আর-এর টিম গ্রামের কৃষকদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে অটল ছিল। শেষ পর্যন্ত ওসি বাধ্য হয় এ পি ডি আর-কে গ্রামে যেতে দিতে।

পুলিশের সাথে বিতর্ক করে এ পি ডি আর যখন গ্রামে পৌঁছায় গ্রামের মানুষ বুকে বল পান। তাঁদের ভয় অনেকটা কেটে যায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষক এসে এ পি ডি আর-র সাথে কথা বলেন। তাঁরা জানান ভূতগাড়ির মাঠ বড়বিল রঘুনাথপুর সেক্টর ২৫ মৌজার অধীনে পড়ে। গ্রাম পঞ্চায়েত, জলঙ্গি। মাঠে কৃষকদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ একদম বেশি নয়। কারুর এক বিঘা, দেড় বিঘা বা দুই বিঘা। বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে তাঁরা এই জমিতে চাষ করে আসছে। জলঙ্গির ব্যাপক ভাঙ্গনে অনেক উর্বর জমি তলিয়ে গিয়েছে। ফলে এই জমির ওপর এলাকার কৃষকদের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে। মাঠে যে কৃষকদের জমি আছে তা সবই সরকারি খাতায় নথিভুক্ত অর্থাৎ রেকর্ডেড। জমিটা যথেষ্ট উর্বর। সারা বছর নানা ধরনের চাষ হয় এখানে। বিশেষভাবে পাট ও গম খুব ভালো চাষ হয়। এই জমির উপর নির্ভরশীল পাঁচটি গ্রামের প্রায় ৬০০ পরিবার। এই জমি চলে গেলে প্রায় ৩ হাজার মানুষ পথে বসবে। এই জমি তারা কিছুতেই বিক্রি করবে না। অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের সামান্য পয়সা জমির তুলনায় কিছুই নয়। জমি বছরের পর বছর ধরে তাদের পরিবারকে প্রতিপালন করতে সাহায্য করছে, কিন্তু ক্ষতিপূরণের সামান্য টাকা গরিবের পরিবারে আর্থিক টানাটানিতে কিছু দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

মুকুলেশ্বর রহমান, মাঠের এক বিঘা জমির মালিক। তিনি জানান তার জমিতে নানা ধরণের চাষ হয়। এই চাষ করে তিনি সংসার প্রতিপালন করেন। কোনভাবেই তিনি জমি বিক্রি করবেন না। জমি দেওয়ার বদলে কোনও ক্ষতিপূরণ নেবে না। তিনি আরও জানান, বি এস এফ কৃষকদের চাষ করার জমি

ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় নিজেদের ক্যাম্প বানাক। গরীব কৃষকদের জমি নিতে এলে অসন্তোষ তৈরি হবে।

নাজমুল বিশ্বাস, একজন গরিব কৃষক। মাঠে তাঁর সামান্য জমি আছে। এই জমির উপর তিনি একটি ছোট ঘর করে পরিবার নিয়ে আছে। জমি যদি বি এস এফ নিয়ে নেয় তাহলে পথে গিয়ে বসতে হবে পরিবার সমেত।

গরিব কৃষক জমিরুদ্দিন সরকার, তিনিও কিছুতেই জমি দেবে না বলে জানান। তিনি কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। তার বক্তব্য, ভাঙ্গনে সমস্ত কিছু তলিয়ে গিয়েছে। এই জমির উপর নির্ভর করে কোনরকমে পরিবার নিয়ে বেঁচে আছে। জমি যদি সরকার নিয়ে নেয় তাহলে পরিবার সমেত আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। জমিতে না-খেটে ভিক্ষা করে খাওয়া তাদের সইবে না।

বাহাদুর শেখের স্ত্রী সামিনা বিবি, তিনি বলেন, এক বিঘা জমি আছে মাঠে। খুব কষ্ট করে একটা ছোট ঘরও করেছে। জমি নিয়ে নিলে বাচ্চা সমেত রাস্তায় বসতে হবে। কোনভাবেই ক্ষতিপূরণ নিয়ে এই জমি তারা ছাড়বে না বলে জানান।

রফিকুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, তাঁরা জানান, দু'বিঘা জমিতে গম ও পাট চাষ করেন। এই উর্বর তিন ফসলি জমি দিয়ে দিলে সংসার চলবে না। কোনও ক্ষতিপূরণ তারা চায় না।

কৃষক জাহাঙ্গীর আলী মণ্ডল, একই কথা জানান। তিনি জানান এই জমিতে হিন্দু-মুসলমান একসাথে চাষ করে। পাশের গ্রামে হিন্দু এলাকার কৃষকরাও এই জমি কিছুতেই দেবে না বলে জানিয়েছে।

পাশের হিন্দু গ্রামের অনেকেই এ পি ডি আর-র সাথে কথা বলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই জানান, গত সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নতুন সরকার এনেছে। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর বর্ডার এলাকার চাষীদের জমি বিএসএফ দিয়ে দখল করানোর চেষ্টা করছে। তারা এটা কিছুতেই মানবে না। বিএসএফ, পুলিশ ক্রমশ এলাকার চাষীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। জমি রক্ষার জন্য তারা লড়াই করবে বলে জানান। তাঁরা জানান গত দু'বছর আগে থেকেই বি এস এফ-এর জমিটার দিকে চোখ পড়ে। গত দু'বছরের মধ্যে দু'বার এসে বিএসএফ মাপ-যোক করে যায়। কিন্তু সেই সময় কৃষকের অসন্তোষের কারণে বি এস এফ আর জমি নিতে আসেনি।

এরপর তথ্যানুসন্ধান টিম জলঙ্গি ব্লকের বি এল ও এবং বি ডি ও'র সাথে দেখা করতে যায়। কিন্তু দু'জনেই সেদিন অফিসের বাইরে ছিলেন। তথ্যানুসন্ধান টিম তারপর ডোমকলে সাংবাদিক সম্মেলন করে। তারা সাংবাদিকদের জানান জমির অধিকার আন্দোলনে কৃষকদের পাশে এ পি ডি আর থাকবে।

তথ্যানুসন্ধান টিমের পর্যবেক্ষণ:

১) রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিজেপি দ্বারা পরিচালিত নতুন রাজ্য সরকার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে বি এস এফ-কে জমি দেওয়ার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে তারই ফল হিসাবে বি এস এফ কৃষকদের গ্রামের ভেতর রেকর্ডেড চাষের জমি দখল করতে উদ্যত হয়েছে।

২) কৃষকদের অসম্মতিতে বি এস এফ-এর চাষের জমি দখল করার এই চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের জমি আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনি ও অসাংবিধানিক।

৩) এই জমি নিতে গিয়ে যেভাবে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে প্রতিবাদী কৃষকদের সন্ত্রস্ত করছে তা চরমতম অন্যায় এবং বেআইনি। কৃষকদের জমি রক্ষার প্রশ্নে মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

৪) সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরবর্তী এলাকা কার্যত বিএসএফ এর হাতে তুলে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারির সাথে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বর্ডারে হোল্ডিং সেন্টার বা ডিটেনশন সেন্টার গঠন আসলে চাষের জমি নেওয়ার বিরুদ্ধে কৃষকরা যাতে বাংলাদেশী তকমার ভয়ে মুখ খুলতে না-পারে, তারই এক ভয়ংকর জনবিরোধী রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র বলে মনে করছে এ পি ডি আর'র তথ্যানুসন্ধান টিম।

এ পি ডি আর'র দাবি

১) কৃষকদের অসম্মতিতে কোনভাবেই জলঙ্গীর সর্বপল্লী ভূতগাড়ি মাঠের তিন ফসলি চাষের জমি বি এস এফ'র হাতে তুলে দেওয়া যাবে না।

২) বর্ডার এলাকায় কৃষি জমি রক্ষার প্রশ্নে মত প্রকাশের অধিকারের ওপর বিএসএফ বা পুলিশের কোনরকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

তথ্যানুসন্ধান টিমে ছিল এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পক্ষে রাহুল চক্রবর্তী, আব্দুল গণি, টুম্পা ঝাঁ সহ ডোমকল শাখার সদস্যরা

রিপোর্ট

ডানকুনি স্টেশন সংলগ্ন বাজার উচ্ছেদের প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

গত ৭ ই জুন , ২০২৬ স্টেশন সংলগ্ন বাজার উচ্ছেদের প্রতিবাদে এক নাগরিক কনভেনশন আয়োজন করে ডানকুনি বাজার সমিতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই বাজার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। অর্থাৎ এই বাজারের বয়স ৬০ বছরের বেশি।

রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের নামে উচ্ছেদের বা ডেকেছে। আর প্রায় সর্বত্রই এই উচ্ছেদের বলি হচ্ছেন প্রান্তিক মানুষজন। ডানকুনি বাজারের ছবিটাও একই রকম। আজ যাঁরা ডানকুনি বাজারে আনাজপাতি, মাছ-মাংস বা ফল ফুলের ব্যবসা করেন তাঁরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের। এঁদের সংখ্যা ৫০০ বা তার কিছু বেশিও হতে পারে।

ডানকুনি মিউনিসিপ্যালিটি সহ সংলগ্ন এলাকার জনসংখ্যা ১ লাখের বেশি। অর্থাৎ এই জনসংখ্যা প্রধানত স্টেশন বাজারের ওপর দৈনন্দিন কাঁচা বাজারের জন্য নির্ভরশীল। এছাড়াও স্থানীয় ছোটো সবজি চাষীদের এক অংশ প্রতিদিন তাঁদের সবজি নিয়ে বাজারে আসেন।

যাইহোক ওই কনভেনশনে জমায়েত হন বাজার সমিতির সমস্ত সদস্য ও তাঁদের পরিবার। অনেক স্থানীয় মানুষও কনভেনশনে হাজির হয়েছিলেন। এ পি ডি আর - এর স্থানীয় প্রতিনিধি বাজার সমিতির দাবি ক্ষুণ্ণউপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ নয়ক্ষুণ্ণ এই দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। দাবি সমর্থন করেন প্রাক্তন বিধায়ক ও সি পি আই এম নেতা ভক্তরাম পান, ইফটু নেতা সুজন চক্রবর্তী। এছাড়াও আইনজীবী শামীম আহমেদ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের সামনে বিষয়টি উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও এক স্থানীয় আইনজীবী বাজার সমিতির দাবি সমর্থন করেন। আঞ্চলিক কংগ্রেস প্রতিনিধিও উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া বাজার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বি জে পি র পক্ষ থেকে বলা হয় উন্নয়নের স্বার্থে বাজার সরাতে হবে।

যাদবপুর-বাঘাযতীন শাখার কর্মসূচি ঃ

যাদবপুরে উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে, পুনর্বাসন ছাড়া হকারদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, কর্পোরেট লুটের জায়গা করে দিতে সারা রাজ্যে স্টেশন ও ফুটপাতের ছোট দোকানিদের উচ্ছেদের রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত ৯ জুন যাদবপুরের ৯বি স্ট্যান্ডে এক প্রতিবাদী পথসভা সংগঠিত হয় যাদবপুর-বাঘা যতীন শাখার পক্ষ থেকে। পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েন সভাস্থলে। ছোট দোকানিরা নানাভাবে এই সভা সংগঠিত করতে সহযোগিতাও করেন।

ভাটাপাড়া পৌরসভার সাফাই কর্মীদের বকেয়া বেতনের দাবিতে ডেপুটেশন

এপিডিআর-এর জগদ্দল-বাসুদেবপুর শাখা এর আগে ভাটপাড়া পৌরসভার চেয়ারপারসনকে দুবার চিঠি দিয়ে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা ও সরকার ঘোষিত মজুরি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দেননি এমন কি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারও করেননি। তৎকালীন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে বিষয়টি ইমেল মারফত জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

গত মার্চ, এপ্রিল, মে এই তিন মাস সাফাই কর্মীদের বেতন বকেয়া পড়েছিল। নিদারুণ অভাবে তারা পরিবার সন্তান নিয়ে কীভাবে বেঁচে আছেন তা গবেষণার বিষয়।

জগদ্দল-বাসুদেবপুর শাখা গত ২৫ মে ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিং ও জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমারকে ডেপুটেশন দেওয়ার পর সাফাই কর্মীদের এক মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পালা বদলের পর পুরবোর্ডের চেয়ারপার্সন সহ তিরিশ জন কাউন্সিলর পুরসভায় আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেছেন।

আজ ০৮/০৬/২০২৬ সোমবার জগদ্দল-বাসুদেবপুর শাখার নরনারী নির্বিশেষে সাফাই কর্মীরা এপিডিআরের নেতৃত্বে কাঁকিনাড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের ন্যায্য দাবীকে সামনে রেখে এপিডিআর-এর সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য মৌতুলি নাগ সরকারের নেতৃত্বে শ্লোগান দিতে দিতে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির সামনে জড়ো হন। সেখানে প্রথমে বক্তব্য রাখেন শাখার গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক আসলাম খান। তিনি এই মাসেই অবসর নেবেন। হাতে পাবেন শুধু মাসের বেতনটুকু। মৌতুলি নাগ সরকার বক্তব্য রাখতে শুরু করলে এপিডিআর-এর সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটের সহ

সভাপতি রঞ্জিত শূর, আসলাম খান এবং আরও এক জন সংগঠক এ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে ডেপুটেশন দিতে যান। রঞ্জিত শূর ও বাকি দুজন সংগঠকের বক্তব্য শুনে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানান যে তাকে আগে জানিয়ে এলে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়ে আলোচনা করতে পারতেন। এপিডিআর-এর তরফ থেকে জানানো হয় যে গত বৃহস্পতিবার ০৪/০৬/২০২৬ তারিখে এ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। ঐ চিঠিতেই ৮জুন আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানান যে তার কাছে কোনও চিঠি আসেনি। এপিডিআর-এর প্রতিনিধিরা আলোচনার তারিখ সম্বলিত রিসিভড কপিটি এ্যাডমিনিসট্রেটরকে দেখালে চিঠিটির খোঁজ পড়ে এবং অফিস সুপারিনটেনডেন্টের কাছে জমা পড়া চিঠিটির হদিসও মেলে। আলোচনায় রঞ্জিত শুর বিষয়টিকে মানবিকতার আলোয় দেখার অনুরোধ জানান এবং বিভিন্ন সময়ের অধ্যাদেশ সম্বলিত দাবীপত্র এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হাতে তুলে দেন। এ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রথমে অভ্যাসগতভাবে আমলাসুলভ যে আচরণ করছিলেন তা অনেকটাই বদলে যায় তার দফতরের কর্মচারীর গাফিলতি প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার কারণে। তিনি কথা দেন যে ভাটপাড়া পুরসভার ফিনান্স অফিসার ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে যত দ্রুত সম্ভব জগদ্দল - বাসুদেবপুর শাখার সম্পাদককে টেলিফোন মারফত একটি নির্দিষ্ট তারিখে আলোচনার জন্য আহ্বান করবেন এবং একই সঙ্গে এও জানান যে মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ।এপিডিআর-এর প্রতিনিধিবৃন্দ জানান সাফাই কর্মীদের দুরবস্থা মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থার থেকেও অনেক বেশি শোচনীয় এবং এই অবস্থাতেও তারা নিয়মিত কাজ করে নগর পরিচ্ছন্ন রেখে চলেছেন। কিন্তু বেতন না পেলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের আন্দোলন,কাম বন্ধ, এমনকি মিউনিসিপ্যালিটির গেটে তালা পড়ার কথা জোরের সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়।

নিম্নোক্ত দাবী সম্বলিত পত্র বর্তমান এ্যাডমিনিসট্রেটর এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১) পৌরসভায় কর্মরত হাজিরাবাবু, বাবুসরদার, আরবান, ক্যাজুয়াল ইত্যাদি সমস্ত কর্মীদের অবিলম্বে দৈনিক ৫০০ টাকা করে মজুরী দিতে হবে।

২) পৌরসভায় কর্মরত সমস্ত সিনিয়র - ক্যাজুয়াল এবং ডেথ কেস কর্মচারীদের অবিলম্বে স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে।

৩) সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী মিনি পার্মানেন্ট লাগু করে এরিয়ার টাকা সহ যার যত বছর চাকরি হয়েছে তাকে সেই সময় পর্যন্ত বেনিফিট দিতে হবে।

৪) অবিলম্বে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে হবে।

৫) সরকারী নির্দেশিকা মেনে সমস্ত কর্মীদের ৬০ বছরে অবসর নিশ্চিত করতে হবে এবং পেনশন, গ্রাচুইটি সহ সমস্ত অবসরকালীন ভাতা প্রদান করতে হবে।

৬) যারা এই মুহূর্তে অবসর নিতে চলেছেন এবং মিনি পার্মানেন্টএর অর্ডার সরকারীভাবে লাগু করার তারিখে যারা অবসর নিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে অধ্যাদেশ অনুযায়ী অবিলম্বে ২ লক্ষ টাকা যত দ্রুত সম্ভব প্রদান করতে হবে।

রিপোর্ট : সামশেরগঞ্জ শাখা, মুর্শিদাবাদ

মে দিবসে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে তৈরি হলো ডিলিটেড নাগরিক সংগ্রামী মঞ্চ

১ লা মে, ২০২৬ আন্তর্জাতিক মে দিবসে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের হাউস নগর মাদ্রাসায় এ পি ডি আর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামসেরগঞ্জ শাখার সহযোগিতায় এস আই আর-এ ডিলিটেড শ্রমজীবী নাগরিকদের নিয়ে একটি গণকনভেনশনের মাধ্যমে গঠিত হল 'ডিলিটেড নাগরিক সংগ্রামী মঞ্চ'। আপনারা ইতিমধ্যেই নিশ্চিতভাবে জানেন মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে সারা রাজ্যের মধ্যে সবথেকে বেশি নাগরিক ডিলিটেড হয়েছে। ডিলিটেড এবং অ্যাডজুডিকেশন মিলিয়ে সংখ্যাটা ৯০ হাজারের উপরে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই শ্রমজীবী মানুষ। এই শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৯৯ শতাংশই মুসলমান ও মহিলা। অন্নপূর্ণা যোজনা, রেশন সহ সরকারি সমস্ত প্রকল্পই এদের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

গণ কনভেনশনে সকলেই আজকের বাস্তব অবস্থার সাথে ১ লা মে'র তাৎপর্য এবং দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের ঠিকা শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। তারা প্রত্যেকেই জনসাধারণের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে এবং এস আই আর বাতিলের দাবিতে আলোচনা করেন। এলাকার মহিলা সহ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষ এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে ৩ জন আহ্বায়ক সহ ১৫ জনের একটি কমিটি গড়ে ওঠে। এই কমিটি অসংখ্য ডিলিটেড নাগরিকদের ভোটার লিষ্টে নাম তোলার দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখে। গণকনভেনশনে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিল ' নো এন আর সি

মুভমেন্টের এর শর্মিষ্ঠা রায় এবং এ পি ডি আর কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য জয়শ্রী পাল, কোয়েলী গাঙ্গুলী, আব্দুল গণি, পলাশ সরকার সহ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও সামশেরগঞ্জ শাখার সদস্যরা। কনভেনশনের প্রস্তাবনা আগত প্রতিনিধি ছাড়াও সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। সামশেরগঞ্জে 'ডিলিটেড নাগরিক সংগ্রামী মঞ্চ' গঠনের খবর বিভিন্ন খবরের কাগজ ও লোকাল পোর্টালে উঠে আসে।

রিপোর্ট : কাশেমবাজারে ষ্টেশন চত্বরে বাসিন্দা ও হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ

কাশিমবাজার ষ্টেশন চত্বরের বাসিন্দা ও হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এ পি ডি আর-এর হস্তক্ষেপ

গত ২১ শে মে, ২০২৬, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর সংলগ্ন কাশিমবাজার ষ্টেশন চত্বরের একটা অংশের হকার ও বাসিন্দাদের বুলডোজার নিয়ে উচ্ছেদ করে রেল কর্তৃপক্ষ। এই উচ্ছেদের পর ২২ তারিখ দিনের বেলায় এ পি ডি আর বহরমপুর শাখা পুরো এলাকায় তথ্যানুসন্ধান করে। তারপর এলাকার উচ্ছেদ হওয়া সকল বাসিন্দা ও হকারদের নিয়ে ঐদিন ষ্টেশন চত্বরেই একটা বড় খোলা জায়গায় রাত্রি আটটার সময় এ পি ডি আর সভা করে। সেই সভাতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১) পরের দিন ষ্টেশনের অপর চত্বরে বুলডোজার নিয়ে ভাঙতে এলে সকলে বুলডোজারের সামনে পরিবার সমেত শুয়ে পড়বে। এ পি ডি আর-এর কর্মীরাও থাকবে।

২) বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে এপিডিআর এর ডাকা ২৫ তারিখের সভাতে উচ্ছেদ হওয়া হকার ও বাসিন্দা যোগদান করবে।

৩) তিন দিনের মধ্যে কাশিমবাজার ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ ও জেলাশাসক কে বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে মিছিল করে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

ষ্টেশন চত্বরে প্রচুর লোকের সামনে রাত্রিবেলাতেই কর্মসূচিগুলি ঘোষণা করা হয়। সাদা পোশাকের রেল পুলিশ ঘোষণাগুলির ভিডিও রেকর্ডিং করে নিয়ে যায় বলেও শোনা যায়। পরের দিন সকালে এলাকার মানুষ প্রস্তুত ছিল বুলডোজার নিয়ে ভাঙতে এলে হই হই করে পরিবার সমেত বুলডোজারের সামনে শুয়ে পড়ার জন্য। সকাল থেকে অনেক পুলিশ এলাকায় আসে কিন্তু বুলডোজার নিয়ে ভাঙতে আর আসে না। শোনা যায়, এলাকার মানুষ যেহেতু বুলডোজার আটকে দেবে বলে প্রস্তুত ছিল তাই রেল কর্তৃপক্ষ ঝামেলা এড়াতে দোকান ঘর ভাঙ্গার জন্য আর বুলডোজার পাঠায় না। নতুন করে আর দোকান ভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়।

২৫শে মে, ২০২৬ এ পি ডি আর বহরমপুর শাখার ডাকা টেক্সটাইল কলেজ মোড়ের সভায় উচ্ছেদ হওয়া হকার ও বাসিন্দারা বিকল্প ব্যবস্থার দাবিকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন এবং নিজেদের আন্দোলনমুখী কর্মসূচিও ঘোষণা করেন। এছাড়াও এপিডিআরের সদস্যরা, এলাকার সাংস্কৃতিক কর্মী, সমাজকর্মীরাও বক্তব্য রাখেন। মিডিয়া কভারেজ হয়। উচ্ছেদ হওয়া সমস্ত হকার ও বাসিন্দাদের নিয়ে সভার পরের দিন এ পি ডি আর বহরমপুর শাখার পক্ষ থেকে মিছিল করে ষ্টেশন কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা ছিল।

সভা হয়ে যাওয়ার পর সন্ধ্যা থেকেই বিজেপির নেতারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এলাকার মানুষের বক্তব্য অনুযায়ী সভা হয়ে যাওয়ার পরের দিন সকালেই বহরমপুরের নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক নিজে গিয়ে ষ্টেশনের কাছেই রাণী বস্তিতে উচ্ছেদ হওয়া বাসিন্দাদের থাকবার প্রাথমিক বন্দোবস্ত করে। বিজেপি নেতারা ত্রিপল ও খাবার নিয়ে ষ্টেশনে যায় এবং উচ্ছেদ হওয়া সমস্ত হকারদের লিষ্ট তৈরি করে রেল কর্তৃপক্ষের সাথে পুনর্বাসনের ব্যাপারে কথাবার্তা বলবে বলে জানায়। এলাকার উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বক্তব্য, এ পি ডি আর সামনে থেকে উচ্ছেদ হওয়া হকার ও বাসিন্দাদের নিয়ে দ্রুত আন্দোলনমুখী হওয়ার জন্যই বিজেপি নেতারা ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। এই কথা মিডিয়া বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করে। বিকল্প ব্যবস্থা যতদিন-না পুরোপুরি হচ্ছে এলাকাবাসী এ পি ডি আর-এর সাথে আন্দোলনে থাকবে বলে জানালেও এপিডিআর বহরমপুর শাখার অনুধাবন, হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে বহরমপুরে যাতে আন্দোলন গড়ে না-ওঠে তার জন্যই বিজেপি নেতাদের এই সক্রিয়তা।

রিপোর্ট : নৈহাটি ভাটপাড়া শাখার কার্যক্রম

৩০ মে,২০২৬, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ, এস আই আর, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস, পুলিশের কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানো, রাস্তায় ঈদের নামাজ বন্ধ করা, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, NEET দুর্নীতি প্রভৃতি সমসাময়িক নিপীড়নমূলক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জ্বলন্ত ইস্যুগুলিকে নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে রাত

ন'টা পর্যন্ত নৈহাটি ষ্টেশনের সামনে শাখার উদ্যোগে পথসভা হয়।

সভায় শাখার সদস্যরা ছাড়াও বহু শুভানুধ্যায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। সরিৎ চক্রবর্তী ও মেহুলি চক্রবর্তীর গান দিয়ে সভা শুরু হয়। বরুণ দত্ত, দেবাশিস পাল,সোমনাথ বসু এবং জয়গোপাল দে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য,গরিফা ষ্টেশন সংলগ্ন নৈহাটি পৌরসভার ২, ৩, এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে রেলের পক্ষ এই সব জমি রেলের এই ঘোষণাসহ দু'সপ্তাহের মধ্যে জায়গা খালি করে দেওয়ার নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর ধরে পরিবারগুলি এখানে বাস করে এসেছে। আচমকা এই উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া এই অঞ্চলের শিশু,বৃদ্ধ বৃদ্ধা থেকে শুরু করে দিন-আনা-দিন খাওয়া হাজার-হাজার মানুষ অত্যন্ত আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যেও প্রতিরোধের চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন স্তরের সংগ্রামী সংগঠনের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ ও এ পি ডি আর-এর কর্মীরাও তাদের বিপদের দিনে তাদের লড়াইয়ের পাশে থাকছে। এদিনের পথসভায় ঐ অঞ্চলের উচ্ছেদবিরোধী লড়াইয়ের সামনের সারির যুবকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সভা চলাকালীনই নবনির্বাচিত বিধায়ককে নিয়ে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ বাহিনীর নিরাপত্তাসহ বিজেপি দলের এক বিশাল বিজয়মিছিল সামনে দিয়ে যায় ও কিছুক্ষণ বাদে মিছিল শেষ করে ঐ পথেই তারা ফিরে যায়। দু'বারই সভায় কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া হয় ও তারপর আবার সভার কাজ যথাবিহিত চলতে থাকে।

রিপোর্ট : কলেজ স্ট্রিট শাখা

নিট ও সি বি এস ই পরীক্ষার দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে পথসভা

৩ জুন, ২০২৬ এ পি ডি আর কলেজ স্ট্রিট শাখার উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে NEET ও CBSE পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে এবং রাজ্যজুড়ে হকার উচ্ছেদ ও বুলডোজার রাজের প্রতিবাদে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার তরফ থেকে হকার উচ্ছেদ বিষয়ে লিফলেট বিলি করা হয়।

৩ জুন, ২০২৬ এ পি ডি আর কলেজ স্ট্রিট শাখার উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে NEET ও CBSE পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে এবং রাজ্যজুড়ে হকার উচ্ছেদ ও বুলডোজার রাজের প্রতিবাদে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার তরফ থেকে হকার উচ্ছেদ বিষয়ে লিফলেট বিলি করা হয়।

NEET ও CBSE দুর্নীতি নিয়ে গোটা দেশ কাঁপছে। প্রতিবাদ আছড়ে পড়ছে রাজ্যে রাজ্যে। বরং পশ্চিমবঙ্গেই তেমন কিছু নেই। এই দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের মতামত রাখেন। বছর-বছর NEET পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সহ নানাবিধ কেলেঙ্কারি এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, সেগুলি বাদ দিলেও NEET এর মত সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলো কখনোই দরিদ্র, দলিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়। এতে উত্তীর্ণ হবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোচিং নেবার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা কিছুতেই কাট অফ মার্ক পাবে না। আমাদের সমাজ জাতপাত ও অর্থনৈতিক শ্রেণিতে বিভক্ত। এখানে যারা সম্পদ সৃষ্টি করে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নেই, আছে তাদের জন্য, যারা কর্পোরেটের নির্দেশিত পথে যেন-তেন প্রকারে কোটি টাকা ব্যয়ে পৌঁছাতে পারবে তাদের জন্য। যারা সমাজে সম্পদ সৃষ্টি করে না, তাদের ভূমিকা শোষণকারীর।

এই পরিস্থিতিতে NEET এর মত সর্বভারতীয় পরীক্ষা অবিলম্বে বন্ধের দাবি করা হয়। দাবি করা হয়, রাজ্য জয়েন্ট ফিরে আসুক, বা ষ্টেট বোর্ডের নম্বর দিয়ে ভর্তি হোক। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ কর্পোরেটের করাল ছায়া। এখানে দাঁড়িয়ে সকলের জন্য সমান শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হয় প্রতিবাদসভা।

একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার আসার সঙ্গে-সঙ্গেই রেলের জমিতে বসা হকার উচ্ছেদ সহ রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ বুলডোজার রাজ শুরু হয়েছে। অভূতপূর্ব নৃশংসতার সঙ্গে গরিব হকারদের সহায়সম্বলটুকুকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা আর উঠে দাঁড়াতে না পারে। এ এক চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো হয়।

হুগলী জেলা এ পি ডি আর
শাখাগুলির কর্মসূচি

• ০৯/১১/২০২৫ শ্রীরামপুর শাখার সদস্য বিলয় গোস্বামীর স্মরণ সভা

• ২২/১১/২০২৫ ৩০- তম সম্মেলন উপলক্ষে উত্তরপাড়া কোন্নগর শাখার পথসভা

• ২৩/১১/২০২৫ চুঁচুড়া শাখার সম্মেলন

• ২৩/১১/২০২৫ শ্রীরামপুর শাখার সম্মেলন

• ২৯/১১/২০২৫ SIR নিয়ে জাঙ্গীপাড়া বাসস্ট্যান্ডে শ্রীরামপুর শাখার পথসভা

• ২৯/১১/২০২৫ ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে উত্তরপাড়া কোন্নগর শাখার পথসভা

• ০৫/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস ও ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে শ্রীরামপুর শাখার পথসভা

• ০৬/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস ও ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে চুঁচুড়া শাখার দুটি পথসভা (চকবাজার মোড় ও ব্যান্ডেল চার্চ মোড়)

• ০৭/১২/২০২৫ ডানকুনি শাখার সম্মেলন

• ০৮/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস ও ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে চুঁচুড়া শাখার পথসভা (কৃষ্ণপুর বাজার)

• ১১/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ঘড়ির মোড়ে অবস্থান, উপস্থিতি ৫১

• ১৬/১২/২০২৫ বলাগড় পুলিশ আটক করার পরে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান

• ১৭/১২/২০২৫ চন্দননগরে এক মহিলা নির্মাণ শ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনায় মৃত্যুর তথ্যানুসন্ধান

• ১৭/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস ও ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে ডানকুনি শাখার পথসভা

• ১৮/১২/২০২৫ মানবাধিকার দিবস ও ৩০-তম সম্মেলন উপলক্ষে চন্দননগর শাখার পথসভা

• ২১/১২/২০২৫ হুগলী জেলার দ্বাবিংশ (চতুর্দশ দ্বিবার্ষিক) সম্মেলন উপস্থিতি- ৪৬

• ২৬/১২/২০২৫ বলাগড় পুলিশ আটক করার পরে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে কালনা জিআরপি থানা ও বলাগড় থানায় তথ্যানুসন্ধান

• ২৯/১২/২০২৫ চন্দননগরে এক মহিলা নির্মাণ শ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় দূর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়ে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ও চন্দননগর থানার আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ

• ০৩-০৪/০১/২০২৬ কোন্নগরে (ডাঃ শান্তিপদ মল্লিক নগরে) কেন্দ্রীয় সম্মেলন

• ১৫/০১/২০২৬ আমেরিকা কর্তৃক ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সস্ত্রীক অপহরণের প্রতিবাদে হুগলী জেলা কমিটির দুটি পথসভা (রিষড়া বিগ বেন মোড়, মোড়পুকুর)

• ২৮/০১/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, ১) জাঙ্গীপাড়া-রাজবলহাটে প্রনবদার একক পদযাত্রা এবং প্রচারপত্র বিতরণ/ ২) সকাল ৯টায় ত্রিবেণী অটো স্ট্যান্ডে/ ৩) বিকাল ৫-৩০-শে চুঁচুড়া রবীন্দ্রনগর মোড়ে/ ৪) সন্ধ্যা ৬টায় কোন্নগর চলচিত্রম মোড়ে পথসভা

• ০৪/০২/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, ফুরফুরায় প্রনবদার একক পদযাত্রা এবং প্রচারপত্র বিতরণ

• ১০/০২/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, সীতাপুর ও ইছানগরীতে প্রনবদার একক পদযাত্রা এবং প্রচারপত্র বিতরণ

• ১৬/০২/২০২৬ তমলুক সাইবার ক্রাইম থানা দ্বারা ১৪/০২/২০২৬ তারিখ গভীর রাতে গ্রেপ্তার চুঁচুড়ার এক প্রৌঢ় অমিত নন্দীর মামলার বিষয়ে তমলুক কোর্টে অ্যাডভোকেটের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা। জামিন হয় নি। পরবর্তী দিন ২৩/০২/২০২৬

• ১৮/০২/২০২৬ অমিত নন্দীর মামলার বিষয়ে পরিবারের সাথে আলোচনা

• ১৯/০২/২০২৬ অমিত নন্দীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ এবং জামিনের জন্য হাইকোর্টে মামলার প্রস্তুতি

• ২০/০২/২০২৬ অমিত নন্দীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজের দাবিতে রাজ্য পুলিসের ডিজি'কে ডেপুটেশন

• ২২/০২/২০২৬ শ্রীরামপুর শাখা আয়োজিত 'বিলয় গোস্বামী স্মারক আলোচনা' (বক্তা- শর্মিষ্ঠা রায় ও শুভময় ঘোষাল, বিষয়- SIR- রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নয়া রূপ)

• ২৩/০২/২০২৬ তমলুক কোর্টে অমিত নন্দীর জামিন

• ১০/০৩/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, চুঁচুড়া শাখার ২টি পথসভা (খাগড়াজোল/তোলাফটক)

• ১৭/০৩/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, ১) হুগলী জেলা কমিটির পরিক্রমা (ত্রিবেণী বাসস্ট্যান্ড/ বাঁশবেড়িয়া গনেশ ঘাট/ চুঁচুড়া পিপুলপাতি মোড়/ চন্দননগর উর্দিবাজার/

চাঁপদানি ফেরি ঘাট/ বৈদ্যবাটী চৌমাথা/ শ্রীরামপুর বেল্টিং বাজার/ কোন্নগর বাটা মোড়/ উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমা), ২) চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে অবস্থান (বেলা ১টা থেকে বিকাল ৫টা) এবং ৩) জাঙ্গীপাড়ায় প্রনবদার একক পদযাত্রা এবং প্রচারপত্র বিতরণ

• ২৯/০৩/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, শ্রীরামপুর শাখার ৩টি পথসভা (এন এস এভিন্যু/ বেনকো মোড়/ পাঁচুবাবুর বাজার)

• ২৯/০৩/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, উত্তরপাড়া-কোন্নগর শাখার পথসভা

• ১০/০৪/২০২৬ SIR-এর প্রতিবাদে, চন্দননগর শাখার পথসভা

কেন্দ্রীয় কর্মসূচি

• ৭ এপ্রিল ২০২৬ - মালদার মোথাবাড়ি সহ সর্বত্র ভোটাধিকার রক্ষার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে, মোথাবাড়ীতে রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদীদের গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টার বিরুদ্ধে, মোথাবাড়ীতে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার সকল প্রতিবাদীর মুক্তির দাবীতে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া সবার নাম তালিকায় তোলার দাবীতে, SIR বাতিলের দাবীতে পথসভা হয় মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের সামনে।

• ১৭ এপ্রিল ২০২৬ - উত্তরপ্রদেশের নয়ডা-গাজিয়াবাদে ন্যায্য দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর বিজেপি সরকারের তীব্র দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে, গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত শ্রমিককে অবিলম্বে নিশর্ত মুক্তির দাবিতে পথসভা।

• ২৪ এপ্রিল ২০২৬ এপিডিআর এর যৌথ সভা।

• নির্বাচনের অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বাচন কমিশনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, একানব্বই (৯১) লক্ষ ভোটারকে বাদ দিয়ে গায়ের জোরে নির্বাচন করিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে, কলেজ স্ট্রিটে মোহিনী মোহন কাঞ্জিলালের সামনে এপিডিআর এর যৌথ উদ্যোগে পথসভা।

• ১১ - ৫ - ২০২৬ - নির্বাচন পরবর্তী কালে উদ্ভূত পরিস্থিতি তে মিথ্যা মামলায় আটক বন্দি রাজনৈতিক কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে, ভোটাধিকার কেড়ে বেনাগরিক করার চক্রান্ত বন্ধ করে সুষ্ঠু নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দাবি তে ও সন্ত্রাসী নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি পাল্টানোর দাবিতে রাজ্য সরকারের কাছে ডেপুটেশন জন্য মিছিল এপিডিআর এর উদ্যোগে। জেলায় জেলায় উপযুক্ত ট্রাইব্যুনাল গড়ে দ্রুত ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এই দাবি ওঠে এই স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে। প্রশাসন ও পুলিশ ডেপুটেশন এর ব্যবস্থা করতে পারে নি। মিছিল শেষে ধর্মতলায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

• ২৫শে মে ২০২৬ - রাজ্য সরকারের একের পর এক নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কলেজ স্ট্রিট এ মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এর সামনে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মীরা নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

• ৩০ মে ২০২৬ - SIR বিরোধী আন্দোলনের গ্রেফতার হওয়া সকল আটক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে,জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার (ডিটেনশন ক্যাম্প) অবিলম্বে বন্ধ করার দাবিতে, অবিলম্ব ডিলিটেড ও অ্যাডজুডিকেটেডদের নাম ভোটার তালিকায় ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এপিডিআর সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এর উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ প্রতিবেদন

গণ-ভোটাধিকার হরণকে বৈধতা দানঃ বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (SIR) সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের তীব্র নিন্দা করছে পি ইউ সি এল

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL), 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস বনাম ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া' মামলায় গত ২৭শে মে, ২০২৬ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়টির তীব্র নিন্দা করছে। এই রায় ভারতে রাজনৈতিক সমতার নীতির ওপর একটি মারাত্মক আঘাত। এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রায়ে, আদালত ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) দ্বারা পরিচালিত একটি গণ-ভোটাধিকার হরণের প্রক্রিয়াকে বৈধতা দিয়েছে, যা দেশের সংখ্যালঘু, পরিযায়ী শ্রমিক, দরিদ্র এবং নারীদের অসমভাবে ও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং যা বিদ্যমান আইন ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এই গণ-ভোটাধিকার হরণ প্রক্রিয়াটি 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ' বা 'বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা' (SIR) নামে চালানো হয়েছিল।

আদালত এই SIR প্রক্রিয়াটিকে বজায় রাখার জন্য নানা আইনি মারপ্যাঁচের আশ্রয় নিলেও, কোনো আইনি যুক্তিই এই সত্যকে আড়াল করতে পারে না যে, SIR প্রক্রিয়াটি শেষ

হওয়ার পর বিহারের ভোটার তালিকা থেকে কার্যতঃ ৬৮ লক্ষেরও বেশি ভোটার কমে গেছে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের সময় আরও ৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয় এবং ২১.৫৩ লক্ষ নতুন নাম যোগ করা হয়। তবে, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্যে স্বচ্ছতার অভাব থাকার কারণে এটা জানা অসম্ভব যে, এই ২১.৫৩ লক্ষ নতুন সংযোজন সেইসব ভোটারদেরই কি না যাদের নাম আগে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, যেসব নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের সিংহভাগই নিম্ন আয়ের মানুষ, পরিযায়ী শ্রমিক এবং নারী।

আদালতের সামনে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী যোগেন্দ্র যাদবের পেশ করা বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ভোটার তালিকার গুণগত মান মূল্যায়নের তিনটি মাপকাঠি রয়েছে সম্পূর্ণতা (completeness), নির্ভুলতা (accuracy) এবং সমতা (equity)।' সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে, 'বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত মাপকাঠি হলো ভোটার ও প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার অনুপাত বা EP অনুপাত, যা ভোটার সংখ্যা এবং ভোট দেওয়ার বয়সী মোট জনসংখ্যার তুলনা করে সবচেয়ে ভালোভাবে পরিমাপ করা যায়।' যাদব দেখিয়েছেন যে, 'এই বিতর্কিত SIR প্রক্রিয়ার আগে বিহারের EP অনুপাত ছিল ৯৭%, যা জাতীয় গড় থেকে সামান্য কম ছিল।' কিন্তু SIR প্রক্রিয়ার পর, 'এই অনুপাত একধাক্কায় ৮৮%-এ নেমে এসেছে, যা প্রায় নয় শতাংশ পয়েন্টের এক তীব্র পতন।'

যোগেন্দ্র যাদব আদমশুমারির তথ্যের উল্লেখ করে তাঁর এই যুক্তিকে আরও জোরালো করেছেন। আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, আনুমানিকভাবে ৮.১৮ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভোট দেওয়ার যোগ্য। SIR-এর আগে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭.৮৯ কোটি। SIR-এর মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল ভোট দেওয়ার যোগ্য সমস্ত মানুষকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, যার অর্থ এই ৮.১৮ কোটি যোগ্য ভোটারের যত বেশি সম্ভব মানুষকে তালিকায় আনার চেষ্টা করা। কিন্তু যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে, SIR-এর মাধ্যমে উল্টে তাঁদের বাদ দেওয়া হয়েছে। আদালতে যাদব যেমনটা পেশ করেছেন, 'এই মাত্রার বর্জন ভারতের ভোটার তালিকা সংশোধনের ইতিহাসে নজিরবিহীন এবং এটি SIR-এর নিজস্ব নির্দেশিকার পরিপন্থী, যা সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) প্রক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল।'

আদালত এটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে SIR প্রক্রিয়াটি তার পরিকাঠামোগত নকশার কারণেই কার্যজীবী দরিদ্র, নারী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে দেয়। এর কারণ হলো, SIR-এ যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে মাত্র ১১টি নির্দিষ্ট নথির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, যার বেশিরভাগই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের ঘরে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। আদালতে পেশ করা জমাবন্দি অনুযায়ী, দরিদ্রতম মানুষদের কাছেই সাধারণত নথিপত্র সবচেয়ে কম থাকে। এর আগে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত রেশন কার্ড এবং EPIC (ভোটার আইডি)-এর মতো নথিকে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা যাচাইয়ের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ইসিআই-এর সিদ্ধান্তকে আদালত যেভাবে সবুজ সংকেত দিয়েছে, তা মূলত নির্বাচন কমিশনের এই শ্রেণী-বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তকে ধরতে আদালতের ব্যর্থতাকেই চিহ্নিত করে। এই সমস্যাটি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন ২০০৩ সালের পরে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মা উভয়েরই পরিচয়পত্র জমা দিতে বলা হয়। ভারত যে একটি নথিপত্র-দরিদ্র সমাজ (document poor society), এই সামাজিক বাস্তবতাটিকে আদালত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে এবং এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, এই সমস্ত নথিপত্র ''সাধারণত ভোটারদের কাছে সহজলভ্য''।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রভাব গণ-ভোটাধিকার হরণে আইনি সিলমোহর

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আসলে গণ-ভোটাধিকার হরণের প্রক্রিয়াকে একটি আইনি অনুমোদনের সিলমোহর দিল। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের নির্বাচন কমিশন যেভাবে ভোটার তালিকায় আরও বেশি করে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করে এসেছে, এই SIR প্রক্রিয়া তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল। ভোটারদের তালিকা থেকে দ্রুত বাদ দেওয়ার তাগিদে, অন্তর্ভুক্তির এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতাকে SIR সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। কোনো ন্যায্য সুযোগ না দিয়েই ভোটার তালিকা থেকে নারী ও সংখ্যালঘুদের যেভাবে অসম অনুপাতে বাদ দেওয়া হয়েছে, আদালত তার প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে দশকের পর দশক ধরে নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল এমন একটি সমাজে যত বেশি সম্ভব ভোটারকে অন্তর্ভুক্ত করা, যেখানে ঐতিহাসিকভাবেই শিক্ষার হার কম ছিল। এই প্রেক্ষাপটে, সর্বাধিক ভোটার অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি নির্বাচন কমিশনের এই কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের ভোটার নিবন্ধন বিধিমালা, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নির্দেশিকা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের মধ্যে। এই সমগ্র আইনি কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করার জন্য, যা নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেছে। এই SIR পরিচালনার সিদ্ধান্ত এবং এর সময়কালের মধ্যেই বেআইনি প্রবণতা লুকিয়ে ছিল। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাঠামোর মধ্যেও বেআইনি রূপ স্পষ্ট ছিল। ভোটার তালিকায় থাকা কোনো ভোটারকে যাতে অন্যায়ভাবে বাদ না দেওয়া হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত সুরক্ষাকবচের অভাব এই সম্পূর্ণ

প্রক্রিয়াটিকে বেআইনি করে তুলেছিল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি 'আমরা, ভারতের জনগণ' (We the people)-এর অন্তর্ভুক্তির যে ম্যান্ডেট রয়েছে, তার নিরিখে নির্বাচন কমিশনের এই বেআইনি আচরণকে মূল্যায়ন করতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ব্যর্থ হয়েছে।

এখনই কেন (জ্জট্ট মূল প্রশ্নটিই এড়িয়ে যাওয়া হল

বর্তমানে কেন এই SIR-এর প্রয়োজন দেখা দিল;এই সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর নির্বাচন কমিশন দিতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনের কোনো তথ্য বা প্রমাণ ছাড়াই দেওয়া এই ফাঁকা দাবিকে আদালত কোনো প্রশ্ন না করেই মেনে নিয়েছে যে, 'বিগত ২০০৩ সালের নিবিড় সংশোধনের পর গত ২০ বছরে দ্রুত নগরায়ন এবং পরিযায়নের কারণে জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন (demographic change) ঘটেছে, যার ফলে ভোটার তালিকায় বারবার, একাধিক এবং ত্রুটিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, অনুচ্ছেদ ৩২৬-এর অধীনে কমিশনের দায়িত্ব হলো ভোটার তালিকায় শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই যাতে স্থান পান তা নিশ্চিত করা।'

এই দাবিগুলোকে আরও খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কি আদালতের ছিল না? ভোটার তালিকায় একাধিকবার বা ত্রুটিপূর্ণ নাম থাকার মাত্রা ঠিক কতখানি, তা নির্দেশ করার মতো তথ্য কোথায়? ভোটার তালিকায় কতজন অ-ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন? আদালতের উচিত ছিল এই প্রশ্নগুলো করা, কারণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন তার পূর্ববর্তী সমস্ত কাজকেই একপ্রকার অবৈধ ঘোষণা করে নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সমস্যাটি কি এতটাই গুরুতর ছিল যে পূর্ববর্তী সমস্ত আইনি কাঠামো এবং সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভোটার তালিকা তৈরি করতে হলো?

নির্বাচন কমিশন এই SIR করার জন্য ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ২১ (৩)-এর মধ্যে একটি আইনি ফাঁক খুঁজে নিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, 'উপধারা (২)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন কমিশন যেকোনো সময়, লিপিবদ্ধ কারণ সাপেক্ষে, যেকোনো নির্বাচনী এলাকা বা নির্বাচনী এলাকার অংশের ভোটার তালিকা একটি বিশেষ সংশোধনের নির্দেশ দিতে পারে, যেভাবে তারা উপযুক্ত মনে করবে।' এখানে 'যেকোনো নির্বাচনী এলাকা' (any constituency) শব্দটিকে 'প্রতিটি' নির্বাচনী এলাকা হিসেবে ধরে নিয়ে এই রায়ে এক টানাপোড়েনের আইনি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে, কার্যত নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া একটি সীমিত ক্ষমতাকে দেশের শীর্ষ আদালত সারা দেশে SIR পরিচালনার এক অসীম ক্ষমতা হিসেবে ব্যাখ্যা করল।

সুপ্রিম কোর্টের বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার এই কৌশলটি সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থী। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের কাছ থেকে এটিই প্রত্যাশিত যে, তারা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মতো সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন একটি আইনকে কেবল শব্দের আক্ষরিক অর্থে বিচার করবে না, বরং সেই শব্দগুলোকে সংবিধানের মূল ভাবধারায় অ্যানিমেট করে ব্যাখ্যা করবে।

সাংবিধানিক চেতনার মস্ত বড় বিপর্যয়

সংবিধানের মূল চেতনা প্রতিফলিত হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের 'লাল বাবু হুসেন বনাম ইলেকশন অফিসার' (১৯৯৫) মামলার রায়ে, যেখানে বলা হয়েছিল যে, ভোটার তালিকায় কোনো ব্যক্তির নাম থাকা মানেই ধরে নিতে হবে যে তিনি ভোট দেওয়ার যোগ্য এবং তিনি ভারতের নাগরিক (presumption of citizenship)। সেই মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকলে, তাকে নতুন করে নোটিশ দিতে হবে এবং ''কোন তথ্যের ভিত্তিতে তার নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।'' কিন্তু 'ADR বনাম ECI' (২০২৬) মামলায়, আদালত ভোটার তালিকায় থাকা মানুষদের দেওয়া এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাকবচটিকে এই ঠুনকো অজুহাতে উড়িয়ে দিয়েছে যে, লাল বাবু হুসেন মামলার রায়টি নির্বাচন কমিশনের কোনো পদ্ধতিগত বা নিবিড় যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে দেওয়া হয়নি। আদালত এই সত্যটি স্বীকার করতে ব্যর্থ হলো যে, SIR প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ উল্টোভাবে কাজ করে;যে ব্যক্তি ইতিমধ্যে ভোটার তালিকায় আছেন এবং যিনি আগের নির্বাচনগুলোতে ভোট দিয়েছেন, তিনি যে নাগরিক, এই প্রাথমিক অনুমানটিকেই (presumption) SIR পুরোপুরি উল্টে দেয়।

ভয়াবহ পরিণতি পিছনের দরজা দিয়ে NRC-র প্রবেশ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা

এই রায়ের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হলো, এটি এনআরসি (NRC)-র জন্য পিছনের দরজা খুলে দিচ্ছে। আদালত বলেছে যে, যখন কমিশন ''সন্তুষ্ট হতে পারবে না যে কোনো ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিধিবদ্ধ শর্ত পূরণ করছেন,'' তখন কমিশনের জন্য ''বাধ্যতামূলক হবে যে সেই ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য কেন্দ্র সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো।'' আদালত কোনো সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ ছাড়াই চার সপ্তাহের মধ্যে এই ধরণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে। এর সাথে এনআরসি প্রক্রিয়ার এবং তার ফলে ঘটা বিপর্যয়গুলির যে মিল

রয়েছে, তা উপেক্ষা করার মতো নয়। আদালত যেন বিচারবিভাগীয় ফরমানের মাধ্যমে, একটি ভোটার তালিকা সংশোধনের আড়ালে পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসি-র কাঠামো তৈরি করে দিল।

এই রায়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তা কেবল ভোট দেওয়ার অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আদালত এই রায় দেওয়ার আগেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, SIR-এ যাদের নাম বাদ যাবে ''তারা রেশন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্প সহ কোনো সরকারি সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন না'' এবং তাদের ব্যাঙ্কের পাসবই বাতিল করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীদের পক্ষ থেকেও এই ধরণের ঘোষণা শোনা গেছে। SIR-এর সাংবিধানিকতাকে বৈধতা দিয়ে আদালত কেবল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াকেই বৈধ করেনি, বরং যাদের নাম কাটা গেছে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়াকেও বৈধতা দিল। SIR কেবল আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকারকেই কেড়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে না;এটি নাগরিক হিসেবে আমাদের গ্যারান্টিযুক্ত অন্য সমস্ত অধিকারকেও কেড়ে নিতে চাইছে। এই রায় দেশজুড়ে এই ধরণের গণ-ভোটাধিকার হরণের প্রক্রিয়া চালানো এবং ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে একটি আইনি ভিত্তি তৈরি করে দিল।

আশা করা গিয়েছিল যে আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি (institutional memory) কাজ করবে এবং আদালত মনে রাখবে কীভাবে 'অনুপ বারনওয়াল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' (২০২৩) মামলায় নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষাকবচকে মোদী সরকার কত সহজে উল্টে দিয়েছিল। অনুপ বারনওয়াল মামলায় আদালত নির্দেশ দিয়েছিল যে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য একটি কমিটি থাকবে, যা গঠিত হবে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং ভারতের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, মোদী সরকার সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়কে বাতিল করে একটি নতুন আইন পাস করে, যেখানে প্রধান বিচারপতিকে সেই কমিটি থেকে বাদ দিয়ে একজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমান আইন অনুযায়ী সেই কমিটিতে আছেন প্রধানমন্ত্রী, একজন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা/বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা।

অনুপ বারনওয়াল মামলার রায় উল্টে দেওয়ার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এই নির্বাচন কমিশন; যা এখন সম্পূর্ণভাবে শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে;বিদ্যমান আইনি ও সাংবিধানিক কাঠামোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মূলত শাসক দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই SIR প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই বাস্তব সত্যটি অনুধাবন করতে পারল না যে, SIR প্রক্রিয়াটি এমন একটি সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যা আর স্বাধীন নয়, বরং তার পরিকাঠামোগত নকশার কারণেই সম্পূর্ণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে। সুপ্রিম কোর্ট যদি নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা রক্ষা এবং ভারতের মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার প্রতি তার প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখত, তবে তারা এত সহজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাত না যে, SIR 'প্রক্রিয়াটি সাংবিধানিক নীতি এবং বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যেই দৃঢ়ভাবে নোঙর করা রয়েছে।'

উপসংহার

ভোটাররা যেখানে সরকার নির্বাচন করার কথা, সেখানে সরকার নিজেই নিজের ভোটার বেছে নিচ্ছে!

PUCL মনে করে যে, 'ADR বনাম ECI' মামলার এই রায়টিতে সাংবিধানিক কল্পনার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে, এটি নির্বাচন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের প্রতি বিশ্বস্ত নয় এবং এটি রাজনৈতিক সমতার নীতিকে ধ্বংস করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে এক অবাধ ক্ষমতা প্রদান করেছে।

১৯৭৬ সালের 'ADM জবলপুর' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে জরুরি অবস্থার সময় নাগরিকদের বিচার পাওয়ার অধিকার কেড়ে নিয়ে সংবিধানের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; ২০২৬ সালের 'ADR বনাম ECI' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ঠিক একইভাবে বাবাসাহেব আম্বেদকরের বলা সেই মহান আদর্শ– 'রাজনীতিতে আমরা একজন মানুষ, একটি ভোট এবং একটি ভোটের সমান মূল্য এই নীতিকে স্বীকৃতি দেব'– সংবিধানের সেই মূল লক্ষ্যটিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিল।

ADM জবলপুর মামলার প্রভাব যেখানে কেবল জরুরি অবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে 'ADR বনাম ECI' মামলার সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক সমতার অধিকারের ওপর চিরকালের জন্য এক চরম আঘাত হিসেবে সিলমোহর দিয়ে দিল।

রাজনৈতিক সমতার এই সম্পূর্ণ লঙ্ঘন আসলে একটি 'নতুন ভারত'-এর রূপরেখা তৈরি করছে;এমন এক ভারত যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিজেই নিজের পছন্দের ভোটার তালিকা (electorate) তৈরি করে নেবে। এটি এই দেশে আমাদের চেনা গণতন্ত্রের মৃত্যুর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL)